নতুন কিছু ম্যাজিক শিখি

সমীর রায়

নতুন কিছু ম্যাজিক শিখি

সমীর রায়

মফিজ বুক হাউস

নতুন কিছু ম্যাকি শিখি
সমীর রায়
ফোন ঃ ৯৬৬০৯২৮
প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর ২০০২
প্রকাশক ঃ মোঃ কেয়ামউদ্দিন
মফিক বুক হাউস
৩৭ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ ঃ মুক্ত
অলংকরণ ঃ লেখক নিজে
কম্পোজ ঃ সাবিত কম্পিউটার সার্ভিস
মূল্য ঃ ৫০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

বাবা ও মা-কে

লেখকের কথা

অনেক শ্রমের পর সৃষ্টিকর্তার কৃপায় অবশেষে "নতুন কিছু ম্যাজিক শিখি" বইটি বের হল। ম্যাজিক একটা আকর্ষনীয় বিষয়। সবার-ই ম্যাজিকের বিজ্ঞান সম্মত কৌশল গুলো জানার আগ্রহ আছে। কিন্তু বাংলাদেশে এমন কোন বই-ই নেই যা পড়ে অন্তত ছোট-খাট ম্যাজিশিয়ান হওয়া যায়। তবে আমি আশা করি এই বইটি পড়লেই যে কোন ব্যক্তি ম্যাজিক সমন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা পাবে এবং ক্ষুদে ম্যাজিশিয়ান হতে পারবে। যারা অজানা কে জানতে চায়, ব্যতিক্রম যাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং যারা সব সময় নতুন কিছু শিখতে চায়; তাদের জন্যই এই বইটি।

আমি কম বয়সী। ২০০০ সালে S. S. C পরীক্ষা দিয়েই এই বইটি লিখেছি। তাই হয়ত কিছু ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে। সেজন্য প্রথমেই ক্ষমা পার্থনা করছি।

ছোটবেলা থেকেই আমার অন্যতম দুইটি সখ ছবি আঁকা এবং ম্যাজিক দেখানো ও সংগ্রহ করা। ম্যাজিকের জন্য কত শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় করেছি, কত সমস্যার সম্মুখিন হয়েছি তার হিসাব নেই। আস্তে আস্তে ম্যাজিকের পরিধি বড় হয়। তারপর S. S.C পরীক্ষার পর হঠাৎ করেই এই বইটি লিখে ফেললাম। এরপর পড়াশোনার জন্য ঢাকায় এসে একদিন একা একা বাংলা বাজার গেলাম এবং পরিচিত হলাম মফিজ বুক হাউসের কর্ণধর কেয়ামউদ্দিন ভাই এর সঙ্গে। তিনি পান্ডুলিপি দেখে তা প্রকাশ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তারপর আরও অনেক পথ এগুনোর পর বইটি প্রকাশ হল। কেয়ামউদ্দিন ভাইকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। এর সঙ্গে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বইটি প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে এবং উৎসাহ দিয়েছে।

এই বইটি পড়ে যদি কারো ভাল লাগে বা কোন মন্তব্য থাকে বা আরও বেশি কিছু জানার আগ্রহ থাকে তাহলে আমার স্থায়ী ঠিকানায় (সমীর রায়, ভালতা, মুরইল, কাহালু, বগুড়া) চিঠি দিলে তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এই বইটি পড়ে প্রকৃতই যদি কেউ নতুন কিছু শিখতে পারে তাহলেই আমার ছোট্ট জীবনের ছোট্ট প্রয়াস স্বার্থক হবে। ইতি-

(সমীর রায়)

সূচিপত্র

১.	প্রথম কথা তোমার সাথে	৭
২.	অদৃশ্য টাকার ম্যাজিক	৯
৩.	ছোট বড় দড়ি সমান করা	১১
৪.	তাস হয়ে গেল ম্যাচ	১৪
৫.	পৃথিবীর টান উপেক্ষিত	১৫
৬.	রহস্য কার্ডের ম্যাজিক	১৭
৭.	অংকের ছোট্ট ম্যাজিক	২০
৮.	লাগ্ ভেল্কি লাগ্	২০
৯.	খাওয়া দাওয়ার যাদু	২৪
১০.	স্ট্র কাটে সুতা বাঁচে	২৭
১১.	নাম বের করার ম্যাজিক	২৯
১২.	ভাই বোনের ম্যাজিক	৩১
১৩.	আজব সংখ্যার রহস্য	৩৩
১৪.	এক দিকে লাল অন্য দিকে কাল	৩৩
১৫.	ভরা ম্যাচ খালি করা	৩৪
১৬.	ভালবাসার ম্যাজিক	৩৭
১৭.	রং বদলের খেলা	৩৯
১৮.	বিলীয়মান রং	৪০

১৯. যে ফিতা গিট বেঁধে যায় ৪১

২০. দড়ি কেটে জোরা দেওয়া ৪১

২১. গুজন দেখে তাস বলা ৪৫

২২. সাহেব এল কেমন করে ৪৬

২৩. ওয়ান, টু, থ্রি এর ম্যাজিক ৪৯

২৪. তাসের ফোটার সংখ্যা নির্ণয় ৫১

২৫. চার সাহেব হল চার বিবি ৫২

২৬. শেষ কথা তোমার সাথে ৫৬

প্রথম কথা তোমার সাথে

ম্যাজিকের জগৎ রহস্যের জগৎ। অসম্ভব, বিস্ময়কর দৃশ্য দেখানোই হল ম্যাজিক। প্রত্যেক মানুষের-ই কমবেশি ম্যাজিকের কৌশল জানতে ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করে অন্তত মাঝে মধ্যে দু-একটা ম্যাজিক দেখান। তাছাড়া ছোটখাট পারিবারিক অনুষ্ঠান বা যে কোন অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পাওয়া যায় যদি কিছু ম্যাজিক জানা যায়। এই বইটি প্রকৃত পক্ষেই তাদের জন্য লেখা যারা স্কুল-কলেজে পড়ে বা যে কোন ব্যক্তি যার একটু রহস্যময় ব্যক্তি হওয়ার ইচ্ছা আছে।

এই বইতে প্রায় সব রকম ম্যাজিকই লিপিবদ্ধ আছে। ছোট ছোট যন্ত্র কৌশলের ম্যাজিক, হস্ত কৌশলের ম্যাজিক, অংকের ম্যাজিক, রসায়নের ম্যাজিক, সহকারীর ম্যাজিক, তাসের ম্যাজিক এমনকি মৃদু সম্মোহনের (Hypnotism) ম্যাজিকও আছে। এই বই এর সব ম্যাজিক গুলোই দেখানোর মত এবং কম খরচ, কম কষ্ট সাধ্য এবং কম অভ্যাসের প্রয়োজন পড়ে, কিন্তু ম্যাজিকগুলো কত আন্ কমন ও সুন্দর তা তোমরা পড়লেই বুঝতে পারবে। একটু আয়ত্বে নিয়ে আসলেই হল। এখানে ঘরোয়া ম্যাজিক ও বড় ধরনের ম্যাজিক দুই ধরনেরই দিয়েছি। একটু চেষ্ট করলে সবগুলো ম্যাজিক-ই তুমি দেখাতে পারবে। আর সবাই অবাক হলেই আমার শ্রম স্বার্থক। ম্যাজিক দেখানোর আগে কিছু কিছু বিষয় তোমার জেনে রাখতে হবে এবং মেনে চলতে হবে-তা এবার বলি শোন।

প্রদর্শন ভঙ্গি (Showmanship) ম্যাজিকের সবচেয়ে বড় দিক। কিভাবে ম্যাজিকটি প্রদর্শন করলে সুন্দর হবে আকর্ষনীয় হবে, কিভাবে ম্যাজিকটি তুমি উপস্থাপন করবে তাই প্রদর্শন ভঙ্গি। একই ম্যাজিক বিভিন্ন ভাবে প্রদর্শন করা যায়। তোমার প্রদর্শন ভঙ্গি তোমার মেধা ও শিল্পগুণের পরিচয় বহন করবে। তাই ম্যাজিকের একটি মুখ্য বিষয় "প্রদর্শন ভঙ্গি"-এর সঙ্গে আর একটি মুখ্য বিষয় "অভ্যাস" জড়িত। নতুন ম্যাজিকগুলো ভালভাবে অভ্যাস করলেই প্রদর্শন ভঙ্গি ভাল হবে। প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য ম্যাজিক শেখার মূল মন্ত্র-ই "অভ্যাস"। তাছাড়া আরো কিছু বিষয় মাথায় রাখতে হবে। যেমন-কথাবার্তা স্পষ্ট করে বলতে হবে। কথা বলার সময় হাস্যমুখি ও রহস্য ঘনভাব থাকা দরকার। গল্প বলে বা সরল ভাষায় ম্যাজিকটা দর্শকদের বুঝিয়ে দিতে হবে। ম্যাজিকটিতে কি ঘটতে যাচ্ছে পরোক্ষভাবে তার ইঙ্গিত দেয়া যেতে পারে তবে পরিনতিটা আগে না বলাই ভাল। ফুটবলে ভাল খেলোয়াররা গোল দেবার সময় এমন ভাব করে যেন ডান দিক থেকে গোল করবে অথচ দেখা যায় গোল বারের বাম দিক দিকে বল ঠেলে দিয়ে গোল করেছে। ফলে গোল কিপার বল ধরতে পারেনি। ম্যাজিক দেখানোর সময় অনেক ক্ষেত্রে এমনও করা হয়। যা ঘটবে তা না প্রকাশ করে অন্যভাবে প্রকাশ করা হয়। এতে দর্শক বেশি বিস্মিত হয় কেননা নতুন ঘটনার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

ম্যাজিক দেখাতে গেলে দ্রুত কাজ সমাধা করাও শিখতে হবে। উপস্থিত বুদ্ধি থাকতে হবে। অর্থাৎ ম্যাজিক দেখাতে চালাক লোক হতে হয় তা সবাই মানে। এটি বোকা লোকের কলা নয়, এটি বিজ্ঞ লোকের কলা বা শিল্প। তাইতো WIZARD উৎপত্তি হয়েছে এভাবে "WISE MENS' ART" বা সংক্ষেপে WIZARD (যাদুকর) আবার MAGIC কথাটির উৎপত্তিও একইভাবে। MAGI কথাটির অর্থ চালাক বা বুদ্ধিমান লোক (পুরোহিত বা বিজ্ঞমন্ডলী)। সুতরাং MAGIC মানে যে "বুদ্ধিমান লোকের কাজ" এতে আর তর্ক নেই। তেমনি বুদ্ধির সঙ্গে কিছু অদ্ভুত বস্তু যেমন আঁকাবাঁকা অচেনা গাছের ডাল, হরিণের শিং, হাড়-হাড্ডি থাকলে ম্যাজিকের প্রয়োজনীয় একটা দিক "ম্যাজিক দেখানোর পরিবেশ" সৃষ্টি হয়। ম্যাজিক দেখানোর আগে পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে হবে তাহলে খুব ছোট ম্যাজিকও দর্শকের নিকট মহাবিস্ময় সৃষ্টি করবে। ম্যাজিক দেখানোর আগে পরিবেশ সৃষ্টি যেমন করতে হবে তেমনি পরিবেশ অনুভবও করতে হবে। যখন দু-একজন কে ম্যাজিক দেখাবে তখন তার মন-মানসিকতা বিচার করে ম্যাজিক বেছে বেছে দেখাবে। আস্তে আস্তে এগুলো এম্নি বুঝবে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবে, যেসব ম্যাজিক দেখাতে গেলে সহকারী বা Confedarate দরকার তারাও যেন বিশ্বস্থ ও চালাক চতুর হয়। তাছাড়া নতুন শিক্ষার্থীদের আরো একটা কথা বলতে চাই তা হল তারা যেন অন্য কোন যাদুকরের সম্মান নষ্ট না করে। যদি কখনও দেখ এই বই এর কোন ম্যাজিক বা তোমার জানা কোন ম্যাজিক কোন পেশাদার যাদুকর দেখাচ্ছেন তাহালে তা ধরতে যাবে না কখনই। উপরন্তু চেষ্টা করবে যাদুকরটি যেন আরো ভালভাবে ম্যাজিকটি দেখাতে পারেন তাতে সাহায্য করবে। তাছাড়া মাঝপথে যাদুকরকে বিব্রত অবস্থায় ফেলার ফলে অন্যান্য দর্শকরাও আনন্দ হতে বাঁধাগ্রস্থ হয়। কারণ ম্যাজিকের উদ্দেশ-ই হল "নির্মল আনন্দ" দেয়া।

যাইহোক মোটামুটি অনেকগুলো উপদেশ দিলাম এগুলো মনে রাখবে এবং মেনে চলবে।

অনেকে ভাবে বই পড়ে ম্যাজিক শেখা যায় না বা বোঝা যায় না। আসলে এটি ঠিক নয় একটু মনযোগ দিয়ে পড়লেই হল। আর তাছাড়া আমি যেভাবে বর্ণনা করেছি ম্যাজিকের কৌশলগুলো তাতে বোঝার অসুবিধা কখনই হবে না। তাছাড়া শুধুমাত্র তথ্যভিত্তিক আলোচনাই করিনি কিভাবে প্রদর্শন করবে, কি বক্তব্য দিবে তাও ব্যাখ্যা করেছি। ম্যাজিক দেখানোর পরিবেশ উপলব্ধির জন্য কোন্ সময় আমি কোন্ ম্যাজিক দেখাইয়াছি সে সম্বন্ধেও কোন কোন ম্যাজিকে বলেছি। মোটকথা গল্পের মত করে ম্যাজিকের কৌশলগুলো শিখিয়ে দিয়েছি ম্যাজিক দেখানো যেমন আমার সখ তেমনি আমার আর একটি সখ ছবি আঁকা। ছবি আকার সামান্য দক্ষতা নিয়েই ভিতরের ছবিগুলো আঁকিয়েছি। চিত্রগুলো সেভাবেই আঁকিয়েছি যেন একটা ছবিই ম্যাজিকের সমস্ত কথা বলে দেয়।

তাহলে আর দেরি নয়, চলো "নতুন কিছু ম্যাজিক শিখি"।

অদৃশ্য টাকার ম্যাজিক

অদৃশ্য টাকার এই ম্যাজিকটি খুব বিস্ময়কর এবং বেশ কৌতুকজনক। এই ম্যাজিকটি আমার জীবনের প্রথম ম্যাজিক। ক্লাশ ওয়ান থেকে আজ পর্যন্ত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের বহুবার এই ম্যাজিকটি দেখিয়াছি। এই ম্যাজিকটাতে দেখা যায়, একটা সাদা কাগজের উপর একটা টাকা বা কাগজ রেখে একটা কাঁচের গ্লাস উপুর করে তার উপর রাখলে টাকা বা কাগজটি দেখা যায় না।

ম্যাজিকটা দেখাতে গেলে কিছু পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। এই ম্যাজিকটা দেখাতে গেলে দরকার ১টা কাঁচের গ্লাস ও কয়েক পাতা সাদা (কর্ণফুলী বা এই ধরনের) কাগজ। প্রথমে গ্লাসের মুখে গোল একটা কাগজ (গ্লাসের মুখের মাপে) লাগাতে হবে। এজন্য তুমি সাদা কাগজের উপর গ্লাসটা উপুর করে ধরে, গ্লাসের মুখের মাপে গোল করে পেন্সিলের দাগ দাও। এবার কাঁচি দিয়ে গোল করে কাগজের টুক্‌রোটা কেটে নাও। গ্লাসের মুখে হাল্‌কা করে আঠা লাগিয়ে গোল কাগজটা লাগিয়ে দাও। শুকিয়ে গেলে গ্লাসটার মুখে দেখ ঐ গোল কাগজের কোন অংশ বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে কিনা। যদি যায়, তাহলে নতুন ব্লেড দিয়ে চেছে নাও। গ্লাসের কাজ শেষ। এবার গ্লাসের মাপে একটা কাগজের কভার বানাও যেন ঐ কভার দিয়ে গ্লাসটা ঢেকে দেওয়া যায়, আবার কভারটি বের করা যায়। (চিত্র দেখ)

মুখের মাপে গোল
কাগজ লাগানো

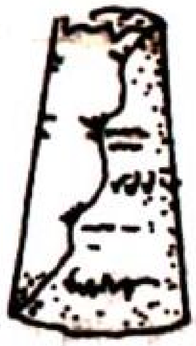

গ্লাসের মাপে
কাগজের কভার

পূর্ব প্রস্তুতির কাজ এখানেই শেষ। এখন কিভাবে প্রদর্শন করবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

প্রথমে ঐ প্রস্তুতকৃত বিশেষ গ্লাসটি কাগজের কভার দিয়ে ঢেকে রাখ। টেবিলের উপর কয়েক "তা" ঐ কাগজ রাখ যেই কাগজ ঐ গ্লাসটির মুখে লাগিয়েছ। এখন কভার সুদ্ধ গ্লাসটি ঐ কাগজের উপর রাখ। কভারটি তুলে দর্শকদের দেখাও গ্লাসটি একদম ফাঁকা। গ্লাসের মুখের কাগজটির অস্তিত্ব বোঝা যাবে না কারণ টেবিলের সাদা কাগজ ও গ্লাসের মুখের সাদা কাগজ একই হওয়ায় তা মিশে যাবে। এবার কভার দিয়ে গ্লাসটি অন্যখানে রাখ। এখন কোন দর্শককে একটা টাকা বা যেকোন রাঙ্গীন কাগজের টুক্‌রো রাখতে বল। এবার আবার কভারসহ গ্লাসটি ঐ টাকা বা কাগজের টুক্‌রোর উপর চাপা দাও। কভার টান দাও। স্বাভাবিক ভাবে কাঁচের গ্লাসের ভিতর দিয়ে টাকা বা কাগজটি দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু দর্শক দেখতে পাচ্ছে না, সেজন্য বেশ অবাক হবে এবং কৌতুক অনুভব করবে। ম্যাজিকটা কিভাবে সংগঠিত হচ্ছে তা তো তোমরা বুঝতেই পারছ? তবুও চিত্র দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম।

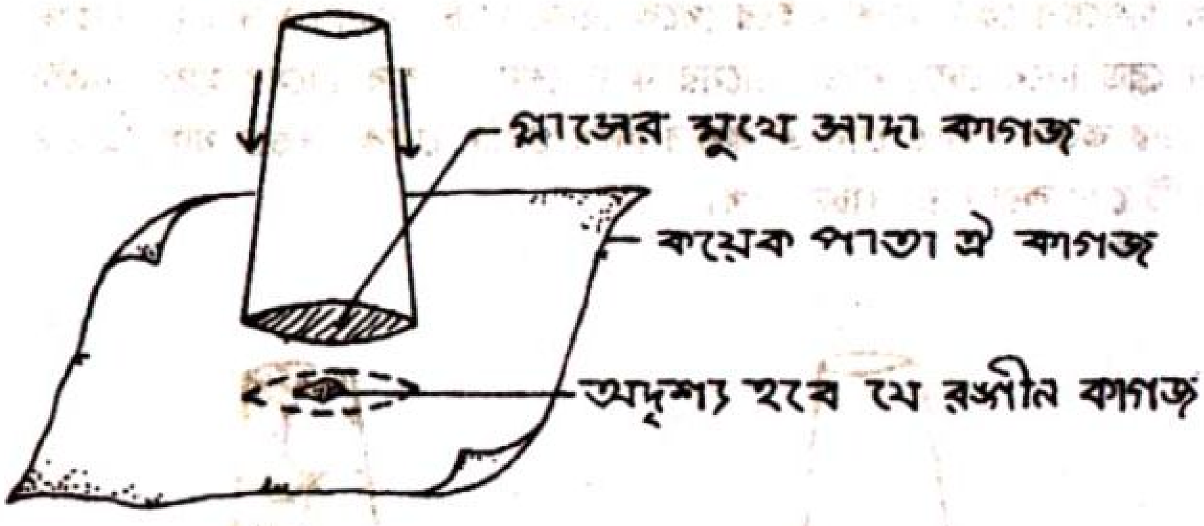

গ্লাসের মুখের সাদা কাগজ ও টেবিলের সাদা কাগজের মধ্য গোপনে থাকার টাকা বা ছোট কাগজের টুক্‌রো। আবার গ্লাসটা তোলার সময় গ্লাসে কভার দিয়ে তুলবে এবং যথাস্থানে টাকা বা কাগজটা দেখে তারা খুবই অবাক হবে। গ্লাস ওঠা, নামা বা বহন করার সময় অবশ্যই কাগজের কভার ব্যবহার করবে, তাছাড়া গ্লাসের মুখের কাগজের অস্তিত্ব দর্শক বুঝে ফেলবে। গ্লাসের মুখের কাগজ একটু মোটা হওয়া ভাল তাহলে টাকা বা বেশি গাঢ় কাগজ রাখলে আফ্‌ছা আফছা (কাগজের ভিতর দিয়ে) দেখা যাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। একবার করেই দেখ সবাই কেমন অবাক হয়।

ছোট বড় দড়ি সমান করা

এবার তোমরা যে ম্যাজিকটা শিখ্‌তে যাচ্ছ তা খুব আশ্চর্যজনক। একটু অভ্যাসের দরকার আছে বটে কিন্তু সহজ সরল ব্যাপার।

যাদুকর প্রথমে তিন টুক্‌রো দড়ি দেখান। তিনটি দড়ির ছয়টি মাথায় একটি করে পুঁথি লাগান আছে। যাদুকর এবার দর্শকদের হাতে তিনটি দড়ি পরীক্ষা করতে দেন। যাদুকর বলেন দড়ি তিনটিকে সমান করা সম্ভব কিনা? দর্শকেরা দেখেন প্রথম দড়িটি ছোট দ্বিতীয়টি মাঝারী এবং তৃতীয়টি বিরাট বড়, তাই তিনটি দড়ি সমান করা সম্ভব নয়। অবশেষে যাদুকর দড়ি তিনটিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে একেবারে সমান করে দেয়। দর্শক অবাক বিস্ময়ে দেখে যে অনমনীয় দড়ি তিনটি সম্পূর্ণ সমান হয়ে গেছে।

কিভাবে ম্যাজিকটা হবে তাই বলছি এবার। প্রথমে তোমাকে জোগাড় করে নিতে হবে বলপেনের শীষের Refill মত বা এর চেয়ে আর একটু মোটা কিছু দড়ি। লাইলন, পাট বা সুতি যে কোন দড়ি-ই চলবে তবে নরম লাইলন দড়ি পেলেই ভাল হয়। আমি দেখেছি এতে দর্শক বেশি অবাক হয় এবং নিজের জন্যও সুবিধা। যাহোক, এরপর এই দড়ি থেকে তিন টুকরো দড়ি কেটে নিবে। ছোটটির দৈর্ঘ্য ২০ সে. মি. মধ্যমটির দৈর্ঘ্য ৫০ সে. মি. এবং বড়টির দৈর্ঘ্য ৮০ সে. মি. হতে হবে। কারণ এই নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করেই ম্যাজিকটা হবে। এখন তিনটি দড়ির ছয়টি মাথায় চিহ্ন স্বরূপ ছয়টি পুঁথি আটকিয়ে দাও। পুঁথি ছাড়াও যে কোন বস্তু চিহ্ন হিসাবে দেওয়া যাবে শুধু দড়ির ভিতর ঢুকলেই হল।

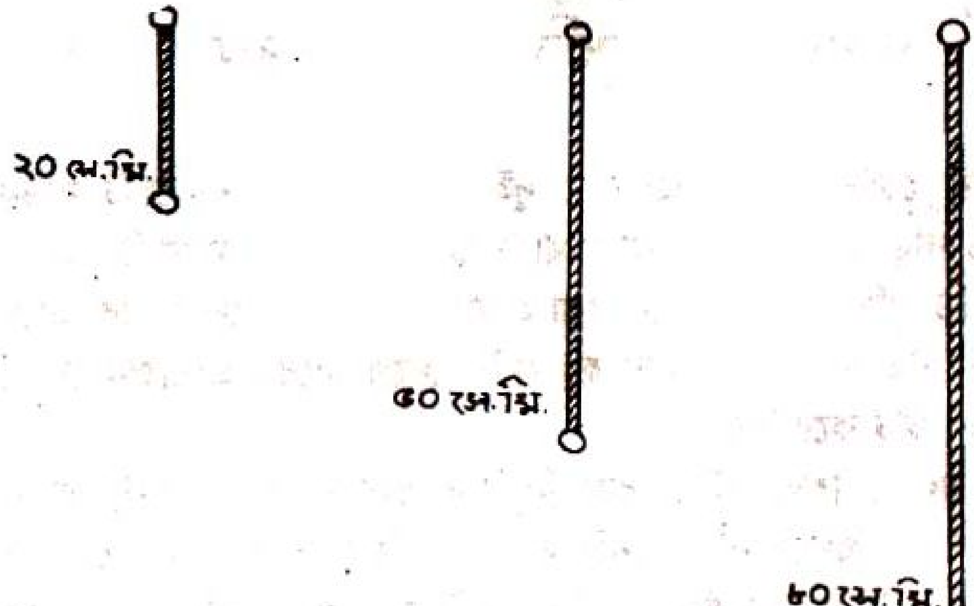

উপরের চিত্রের মতন তিনটি দড়ি প্রস্তুত হল। এখন আর একবার মেপে দেখ পুঁথিসহ দড়ি তিনটির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ২০ সে. মি. ৫০ সে. মি. ও ৮০ সে. মি. আছে কিনা। ব্যাস, পূব প্রস্তুতি শেষ।

এই রকম তিনটি দড়ি কারো পক্ষে সমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু যা সম্ভব নয় তা দেখানোই তো ম্যাজিক। তুমি সহজেই এই দড়ি তিনটিকে সমান করতে পারবে।

খেয়াল করে দেখ মধ্যম দড়ির দৈর্ঘ্য (৫০ সে.মি), ছোট ও বড় দড়ি দুটির যোগফলের (৮০ + ২০ = ১০০) অর্ধেক। তিনটা দড়ির মোট দৈর্ঘ্য ১৫০ সে. মি। সুতরাং (১৫০ ÷ ৩)= ৫০ সে. মি. দৈর্ঘ্যের তিনটি দড়ি তৈরি করা সম্ভব। কিভাবে? হ্যাঁ বলছি। আগে নিচের চিত্রটি দেখ, আশাকরি তাহলেই ব্যাপারটি পরিস্কার হবে।

যেভাবে তিন দড়ি সমান হয়

চিত্র অনুযায়ী ছোট দড়িটি ভাজ করে দুই মাথা উপরে এবং ছোট দড়ির ভিতর দিয়ে বড় দড়িটি ভাজ করে দুই মাথা নিচে নিয়ে এলেই মধ্যমটির মাপে তিনটি সমান দড়ি সৃষ্টি হবে। এখানে বলা প্রয়োজন ম্যাজিক দেখানোর আগে দড়ি তিনটি যেন ঐভাবে ধরলে সমান হয় সেটা দেখে নিবে। প্রয়োজন বোধে আবার একটু কাট্-ছাট্ করে নিবে।

ম্যাজিকের মূল কৌশল এই। কিন্তু কিভাবে প্রদর্শন করবে তাই এবার আলোচনা করা যাক্। প্রথমে দড়ি তিনটি দর্শকের হাতে দিবে। কোন কৌশল আছে কিনা জিজ্ঞাসা করবে। দর্শকেরা দড়ি তিনটি সাধারণ বলেই 'পাশ' করে দিবে। এবার তুমি বলবে যে, এই দড়ি তিনটি সমান করা সম্ভব কিনা। তিনটি

অসমান অনমনীয় দড়ি সমান হবার নয়, তাই দর্শকেরা তোমাকেই সমান করে দেওয়ার জন্য বলবে। এখন তুমি দড়ি তিনটি হাতে নিয়ে প্রাসঙ্গিক একটা ছোট্ট বক্তব্য বা গল্প কথা বলে দড়ি তিনটি এবং দুই হাত পিছনে (পিঠের দিকে) নিয়ে যাবে। এরপর হাতের অনুভব ক্ষমতা দিয়ে ছোট দড়ির ভিতর দিয়ে বড় দড়ি পার করে (চিত্রানুযায়ী) সমান করবে। যেখানে দুই দড়ির ভাজ আছে সেখানে দুই আঙ্গুল দিয়ে ধরে তিন দড়ি এক সঙ্গে বের করে দর্শকদের দেখাবে। কোন দর্শক বলতে পারে পিছন থেকে অন্য দড়ি নিয়ে এসেছ। তাই শেষ বারের মত দড়ি তিনটি দর্শকের হাতে দেওয়ার আগে ওগুলোকে হাতের ভিতর নিয়ে ওল্টে পাল্টে দাও। তাহলে দড়ির জট্ খুলে আবার ছোট বড় দড়ি খুঁজে পাবে এবং সত্যিই খুব অবাক হবে। ম্যাজিকটি দেখানোর আগে যতক্ষণ পর্যন্ত হাতের গতি দ্রুত না হয় ততক্ষণ অভ্যাস করে নিতে হবে-তা বলাই বাহুল্য।

এই ম্যাজিকটি দেখানোর জন্য আমি কলমের শীষের Refill মত মোটা দড়ি ব্যবহার করতে বলেছি, কারণ তাহলে দুই আঙ্গুলের সাহায্যেই জোড়া স্থানটি ঢেকে রাখা যায়। মোটা দড়ি হলে মুষ্টি বদ্ধভাবে জোড়া স্থান ঢেকে রাখতে হবে-যা সন্দেহ জনক।

ম্যাজিকটি আর একটু আশ্চর্য্যজনক করতে আর একটা ছোট্ট কাজ করা যেতে পারে। তোমাদের সুবিধার জন্যই আমার আবিষ্কার করা এই প্রদর্শন কৌশলটা তোমাদের বলছি।

সবকিছু আগের মতই কেবল হাতদুটো পিছনে নিয়ে যখন তিন দড়ি সমান করবে তখন একটু ভিন্ন ধরনের কাজ করবে। ছোট দড়ি ভাজ কওে এর ভিতর দিয়ে বড় দড়ি ঠিকই পার করবে কিন্তু সম্পূর্ণ পার না করে বড় দড়িটির প্রায় ৫ সে. মি. পার করবে। (চিত্র দেখ)

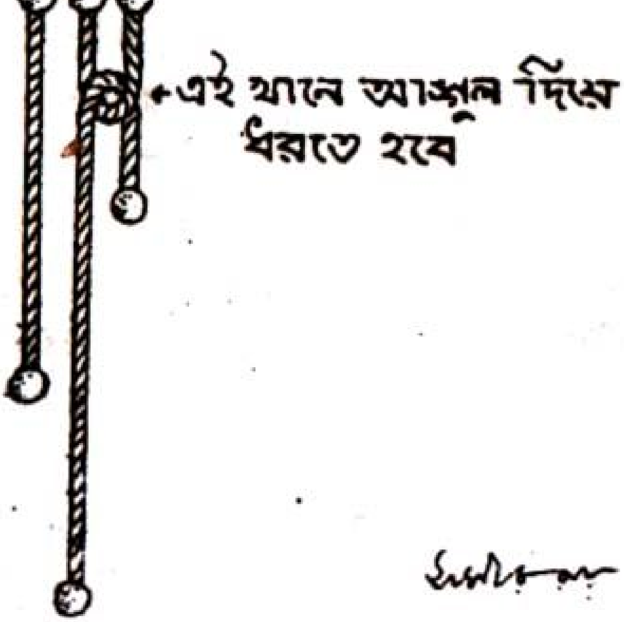

চিত্রের মতন করে বড় দড়িটি ৫ সে. মি. ভাজ করে ভাজের স্থানে দুই আঙ্গুল দিয়ে ধরে এক সঙ্গে তিন দড়ি বের করে আনলে মনে হবে দড়ি তিনটি একই রকম আছে। এখন দর্শকের সামনে একটু নিজেই আশ্চর্য হওয়ার ভান করবে। বলবে, "ব্যাপার কি? দড়ি তো সমান হওয়ার কথা।...মনে হয় মন্ত্রের কোথাও ভুল হয়েছে। যা হোক আপনাদের চোখের আড়ালে কাজটি করতে চেয়েছিলাম। হয়নি। ঠিক আছে, এবার আপনাদের চোখের সামনেই তিন দড়ি সমান করব। আপনারা বড় বড় চোখ করে দেখেন। এবার আশাকরি মন্ত্র ভুল হবে না (ঠোটে নরাতে হবে যেন কোন মন্ত্র পড়ছ)"। এবার সাবধানে তিন দড়ি জোরার একটু উপরে ধরে ছোট দড়ির মাথাটা টেনে নিচে নিয়ে আসতে হবে। ব্যাপারটি যেন দর্শকের নজরে না আসে সেজন্য দুই হাত একটু ঝাঁকা-ঝাঁকি করতে হবে। এইতো। দর্শক অবাক হয়ে দেখবে সব দড়ি সমান। শেষে আগের মতই দর্শকে দড়ি তিনটি দেওয়ার সময় জট্ পাকিয়ে দিতে হবে। তোমরা আর একটু বেশি অভ্যাস করলে হাত পিছনে নিয়ে যাওয়ার কাজটি দর্শকের সামনেও করতে পার, কিন্তু এই ম্যাজিকের ২য় পদ্ধতিটাও কম আশ্চর্যজনক নয়। তাহলে দেরি কেন? আজই তিনটি দড়ি প্রস্তুত করে নাও। তাহলেই তা দিয়ে বহুবার ম্যাজিকটি দেখান চলবে।

তাস হয়ে গেল ম্যাচ

এই ম্যাজিকটা খুব সুন্দর। দর্শক চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। ধর তোমার হাতে একটা তাস যেমন মনেকর "রুইতনের বিবি" আছে। তুমি তোমার অন্য হাত দিয়ে তাসের উপর একবার হাতটা বুলিয়ে নিলে। আর তাতেই যদি একটা ম্যাচ সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে? ম্যাচটি তুমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাইকে দেখালে এমন কি একটি কাঠি বের করে আগুনও ধরালে। ম্যাজিকটি শিখতে ইচ্ছে করছে? তাহলে দেরি করে কি লাভ?

এই ম্যাজিকটি দেখাতে গেলে পূর্ব প্রস্তুতির দরকার আছে। একটা ম্যাচ নিয়ে জলে ভিজিয়ে তার উপরকার ছবিটা উঠিয়ে নিবে। এবার ম্যাস যতটুকু লম্বা ঠিক ততটুকু প্রস্তের (কাঁচি দিয়ে ছেটে নেওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে) একটি তাস নিয়ে ঠিক চিত্রের মত করে তাসটি ম্যাচের সঙ্গে আঠা দিয়ে লেগে দিতে হবে।

লক্ষ রেখ, যেন ভাজকরা অবস্থায় তাসটা ঠিক ম্যাচের মত হয় (ছবি দেখ)। তাসটি ভাজ করলে ম্যাচের উপরের অংশটি আবার উপরে আসবে। এইভাবে

ভাজ করা অবস্থায় ম্যাচটি দেখলে ম্যাচের সঙ্গে যে তাস আছে তা কোন ভাবেই বোঝা যাবে না। এপিঠ ওপিঠ ঘুরিয়ে দেখানো চলবে এই ম্যাচটিকে।

যেভাবে তাস দেখাতে হবে

তাস ভাজ করার পদ্ধতি

প্রথম যখন দর্শকদের সামনে তাস দেখাবে তখন তাসের পিঠে লাগানো ম্যাচ দর্শকেরা দেখতে পাবেন না। কারণ এটি থাকবে তাসের আড়ালে বাঁ হাতের চোটের মধ্য। ডান হাত বুলানোর সময় চিত্রের মতন করে ভাজ করলেই হল। ব্যাস্ কাজ শেষ, একটা কাঠি জ্বালাও। তবে ম্যাচেটা দর্শকের হাতে দিও না যেন। ম্যাজিকটা দেখানোর আগে কয়েকবার অভ্যাস করে নিও।

পৃথিবীর টান উপেক্ষিত

এবার যে ম্যাজিকটা তোমরা শিখতে যাচ্ছ তাতে দেখা যায় পৃথিবীর যে আকর্ষণ বল তা কাজ করছে না। যাদুকর প্রথমে একটা দড়ি ও ছোট বোতল ভাল করে দর্শকদের দেখালেন। তারপর শুরু করলেন তাঁর বাক চাতুর্য। বললেন, "দেখুন আমার হাতে এক খন্ড ছোট চিকন দড়ি ও একটি সাধারণ বোতল আছে। এই দড়ি বা বোতল যদি ছেড়ে দেই তাহলে মাটিতে পড়ে যাবে, কারণ পৃথিবী সকল বস্তুকে নিজের দিকে টানে। আপনারা জানেন যাদুকররা অনেক ক্ষেত্রে এই পৃথিবীর টানকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এবার সেই ধরনেরই একটা খেলা আমি দেখাচ্ছি।" এই বলে যাদুকর তার চিকন দড়ির খন্ডটিকে

বোতলের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। এবার যাদুকর-বোতলটি ধরে বোতলের মুখ নিচের দিকে করলেন। সাধারণ ভাবে দড়িটি পড়ে যাওয়ার কথা কিন্তু পরল না। আরো আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল তখন যখন যাদুকর দড়িটি ধরে বোতলটি ছেড়ে দিলেন। সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখল যে শুধু দড়ির সঙ্গে স্পর্শ করে থেকেই বোতলটি আটকে আছে। আবার যাদুকর আস্তে করে টান দিয়ে দড়িটি খুললেন।

ম্যাজিকটি কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর দেখা যায় ও অবাক লাগে। এবার ম্যাজিকটির কৌশল নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমে তুমি একটা বোতল ও প্রায় ১ হাত লম্বা একটা চিকন দড়ি সংগ্রহ কর। দড়িটি কেমন চিকন হবে তাই বলি এবার। দড়িটি বোতলের মুখের ৫/৬ ভাগের এক ভাগের মত মোটা হলেই হবে।

দড়ি ও বোতল ছাড়া আর একটা জিনিস লাগবে তা হল একটা কর্কের বল। বলটি এমন হবে যেন বোতলের মুখের ভিতর দিয়ে বোতলে ঢুকতে পারে। বোতলের মুখের চেয়ে সামান্য বড় যতটুকু না হলে বোতল উপুর করে ধরলেও বোতলের ভিতর থেকে না পড়ে। এই হল যন্ত্রপাতি। পূর্ব প্রস্তুতি হল কেবল ঐ বলটি বোতলের ভিতর ঢুকিয়ে রাখা। তাহলে এম্নি-ই ম্যাজিকটা হবে। কিভাবে? এসো বলছি।

প্রথমে দড়ি ও বোতলটি দর্শকদের দেখিয়ে নিবে। বোতলটি উপুর করে ধরলেও ভিতরের বলটি পরবে না। এবার বোতলের ভিতর প্রায় তলা, পর্যন্ত দড়িটা ঢুকিয়ে দিবে। এবার দড়ি ও বোতল একসঙ্গে ধরে বোতলটি উপুর করবে। তাহলে ঐ বলটি বোতলের মুখে এসে দড়ির সঙ্গে আটকে যাবে।

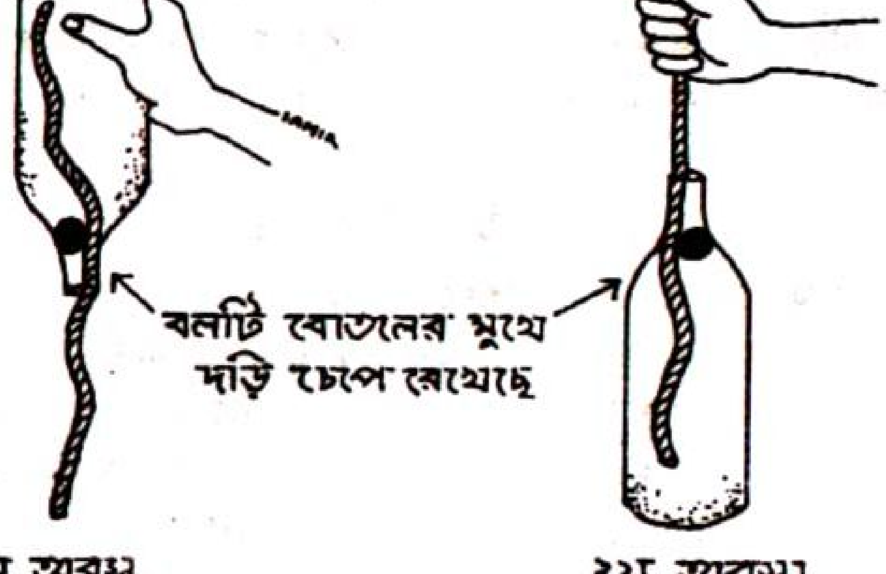

১ম অবস্থা.   ২য় অবস্থা

ফলে দড়িটি পড়বে না। কারণ বল ও দড়ি দুটিই একমুখ দিয়ে পড়া তে এসে পরস্পরের সঙ্গে আটকে যাবে। এখন দড়িটি একটু টেনে ধরে বোতলটি নিচে এনে ছেড়ে দিতে হবে। যদি দড়িটি আগে না ধরে (অর্থাৎ না টান করে) বোতল ঘুরালে ঐ আটকিয়ে যাওয়া অংশ হতে বলটি পড়ে যেতে পারে। এই হল মূল ঘটনা। দর্শক তো আর মূল ঘটনা জানে না তাই ওভাবে বোতলটি না পড়ে যাওয়ায় তারা খুব অবাক হবে।

বোতলটি যে একটু কাল ধরনের (যেন বলটি না দেখা যায়) হয় সেটা তো তোমরা বুঝতেই পারছ? এখানে যেভাবে ম্যাজিকটার কথা বর্ণনা করা হয়েছে তাতে বোতলটি দর্শকের হাতে দেওয়া যায় না। কিন্তু একটু বুদ্ধি করলে দর্শক দড়ি ও বোতল হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতে পারে। বুদ্ধিটা হল ঐ বলটি বোতলের মুখের একটু ছোট হলে সহজেই বলটি বের করে নেওয়া যাবে আবার ঢুকানো যাবে। দর্শক বোতল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর খুব সতর্কতার সঙ্গে দর্শকের আড়ালে গল্পোচ্ছলে বলটি ঢুকিয়ে দিলেই হল। এক্ষেত্রে তুমি ম্যাজিক দেখানো হয়ে গেলে দর্শকের সামনেই (তবে দর্শক যেন বুঝতে না পারে) বলটি হাতের তালুতে করে বের করে নিয়ে রুমাল বের করার ছলে বা যাদু দন্ড (বা ডাল) বের করার অযুহাতে পকেটে বলটি রেখে দিলেই খালাস। এভাবে হাতের তালুতে করে কোন জিনিস সরানো বা বহন করাকে যাদু জগতের ভাষায় "পাম্" বলে। বলটি অপসরণ হয়ে গেলে পুনরায় দর্শকদের বোতল ও দড়িটি দেয়া যেতে পারে। তারা কোন কৌশল আবিষ্কার না করতে পেরে খুব-ই অবাক হবে।

তোমরা হয়ত ভাবছ, ম্যাজিকটা ভালই, কিন্তু কর্কের বল কৈ পাব। এক্ষেত্রে তোমরা মাটির বল বানিয়ে পুড়িয়ে নিয়ে কাজ চালাতে পার? কিন্তু যেহেতু বোতলটি কাঁচের, তাই পোড়া মাটির বলের শব্দ শোনা যাবে। তাহলে বুদ্ধি? বুদ্ধি আছে। ছোট গোল আলু দিয়েও এ কাজ করা যাবে। অনেকগুলো ছোট আলু নিয়ে দেখবে কোনটা ঠিক হয়। সত্যি কথা কি আলু দিয়ে কাজ সারানোর এই পদ্ধতিটা আমার আবিষ্কার। ছোট বেলায় কর্কের বল কৈ পাব, তাই প্রথমে মাটির বল, পরে আলুর বলের বুদ্ধিটা বের করে নিয়েছিলাম।

রহস্য কার্ডের ম্যাজিক

এবার যে ম্যাজিকটা তোমরা শিখতে যাচ্ছ তা এক মজার ম্যাজিক। পাঁচটি কার্ডের রহস্য তোমার কাছেও অবাক লাগবে। এই পাঁচটি কার্ড দিয়ে থট্ রিডিং করা যায়। কোন দর্শক ১ হতে ১৫ এর ভিতর যদি কোন সংখ্যা মনে মনে ভাবে তাহলে রহস্য কার্ড গুলি নিজে নিজেই তার যাদু জানালা দিয়ে মনোনীত সংখ্যাটি

দেখিয়ে দেয়, যাদুকরের কোন কাজ করতে হয় না। কার্ড পাঁচটির চিত্র নিচে দেওয়া হলঃ

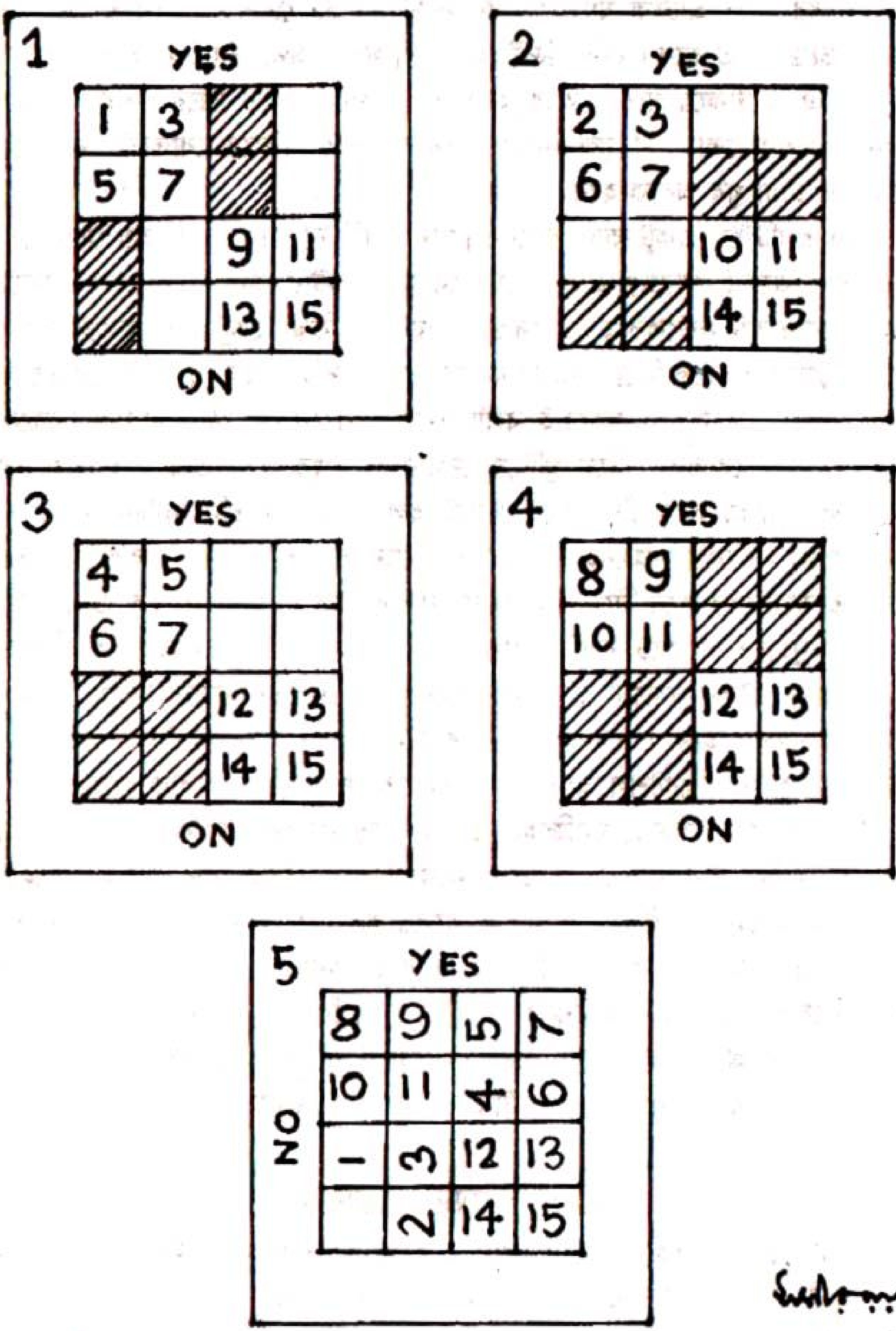

এই পাঁচটি কার্ড দিয়েই ম্যাজিক হবে। কিন্তু ম্যাজিকের আগে কিভাবে কার্ড পাঁচটি বানাবে তাই বলি।

কার্ডগুলো বানানোর জন্য আর্ট পেপার বা এরকম মোটা কাগজ ব্যবহার করবে। প্রথমে আর্ট পেপারে স্কেল দিয়ে মেপে ৬ সে. মি. দৈর্ঘ্য এবং ৬ সে. মি. প্রস্তের পাঁচটি বর্গক্ষেত্র আঁকিয়ে নিবে এবং এন্টি কাটার বা ব্লেড দিয়ে কেটে, নিবে। এখন এই পাঁচটি সাদা বর্গক্ষেত্র কলম দিয়ে ঠিক একেবারে চিত্রে যেমন আছে এঁকে নিতে হবে। অর্থাৎ কার্ডের চারদিকে ১ সে. মি. করে ছাড় দিয়ে ভিতরে ছোট ছোট ১৬ টি (যার ক্ষেত্রফল ১ বর্গ সে. মি.) বর্গক্ষেত্র এঁকে নিতে হবে এবং সংখ্যাগুলো, Yes-No, ক্রমিক নং যেটা যেদিকে চিত্রে যেমন আছে ঠিক সেভাবে এঁকে নিতে হবে। এবার আবার একটু কাটাকাটি করতে হবে। চিত্রে শুধুমাত্র যে ঘরগুলোতে আড়াআড়ি ডোরা দাগ আছে সেই ঘরগুলো এন্টিকাটার বা ব্লেড দিয়ে একেবাওে ফাঁকা করে নিতে হবে। অন্যান্য সাদা ঘর বা সংখ্যা ঘর ঠিকই থাকবে। কার্ড বানানো শেষ, এখন আসল ম্যাজিক শুরু করা যায়।

প্রথমে কোন দর্শককে ১ হতে ১৫ এর মধ্যে কোন সংখ্যা মনে মনে ভাবতে বল। এবার 1 নং কার্ড দর্শককে দেখিয়ে বল ঐ কার্ডের ভিতর তাঁর ভাবা সংখ্যা আছে কি, না। যদি বলে আছে তাহলে YES লেখা দিক উপরে রাখবে। এবং যদি বলে 'নাই' তাহলে কার্ডটি ঘুরিয়ে No লেখা দিকটি উপরে রাখবে। এরপর 2 No. কার্ড দর্শককে দেখিয়ে প্রশ্ন করবে কার্ডটিতে তার ভাবা সংখ্যা আছে কিনা। এবারও যদি বলে "আছে" তাহলে YES লেখা দিক উপরে রাখবে এবং যদি বলে "নাই" তাহলে একইভাবে ঘুরিয়ে No লেখা দিকটি উপরে রাখা। এভাবে 3 ও 4 নং কার্ডও দর্শকের বলা অনুসারে YES বা NO দিক উপরে রেখে, চারটি কার্ড পরপর রাখবে। 5 নং কার্ডটি দর্শককে দেখানোর প্রয়োজন নেই। এই কার্ডটি তোমার প্রয়োজন। লক্ষ্য কর 5 নং কার্ডেও YES এবং NO লেখা আছে। 1 নং, 2 নং, 3 নং, এবং 4 নং কার্ড একটার উপর একটা রাখার পর শেষ পর্যন্ত ১টি ঘর ফাঁকা দেখা যাবে। এখন 4 নং কার্ডের YES বা NO এর সঙ্গে 5 নং কার্ডের YES বা NO মিল করে 5 নং কার্ডটি ঐ চারটি কার্ডের উপর উপুর করে ধর। তাহলে বিপরিত পাশ দিয়ে যাদু জানালার ভিতর একটি সংখ্যা রহস্যময় ভাবে দেখা যাবে। প্রকৃত পক্ষে ঐ সংখ্যাটি-ই দর্শকের ভাবা সংখ্যা। সংখ্যাটি দেখে নিয়ে একটু নাটকীয় ভঙ্গিতে সংখ্যাটি প্রকাশ করলেই হল।

বুঝতেই পারছ ম্যাজিকটি কত সুন্দর প্রথমে একটু কষ্ট করে কার্ডগুলো একবার তৈরি করে নিলে তা দিয়ে সারা জীবন ম্যাজিকটি দেখান যাবে। কার্ডগুলো বানানো তেমন কঠিন নয় তবুও যদি ঝামেলা মনে কর তাহলে বই থেকে কার্ডগুলো ভাল কাগজে ফটোকপি করে পরে কেটে নিলেও কাজ চলবে।

অংকের ছোট্ট ম্যাজিক

এই অংকের ম্যাজিকটি ছোট্ট হলেও কম আশ্চর্যজনক নয়।

প্রথমে কোন দর্শককে অনুরোধ কর পাশাপাশি তিনটি একই রকম অংক (Digit) লিখতে (যেমন, ১১১, ২২২ প্রভৃতি)। তারপর তাকে ঐ অংক তিনটির যোগফল দিয়ে ঐ তিন অংকের নির্বাচিত সংখ্যাকে ভাগ করতে বলো। এবার তুমি বল "এই অংকের ম্যাজিকে আমি কিছুই শুনিনি বা দেখিনি। আপনি ইচ্ছামত তিনটি একই রকম সংখ্যা লিখে, সংখ্যা তিনটির যোগফল দিয়ে ভাগ করেছেন। তবুও আমি যাদুর সাহায্যে বলে দিতে পারি তার উত্তর। (এবার তুমি এমন ভাব কর যেন কোন জীনের থেকে উত্তরটা শুনে নিচ্ছ) ব্যাস্ বলে দাও ৩৭। আশ্চর্য্য! রেজাল্ট ঠিক।

আসলে, সে একই রকম তিন অংকের যে সংখ্যাটি লিখুক না কেন উত্তর সর্বদা ৩৭ হবেই। যেমন, ৪৪৪ কে ১২ (৪ + ৪ + ৪) দ্বারা ভাগ করলে ৩৭ হয়।

এর উত্তরটা সব সময় এক হয়, তাই একই দর্শককে দুবার দেখান যায় না। তবে এর উত্তরটা অন্যভাবেও প্রকাশ করা যায়। একটা ছোট কাগজে লেবুর রস দিয়ে ৩৭ লিখে রাখলে শুখলে কিছুই বোঝা যায় না। উত্তর বলার আগে সবার সামনে পানিতে কাগজটা ভিজালেই ৩৭ ফুটে উঠবে।

লাগ্ ভেল্‌কি লাগ্...

এবার যে ম্যাজিকটি আমি তোমাদের শিখাতে যাচ্ছি তা বেশ উচ্চ মানের ও আন্‌কমন ম্যাজিক। আমার মামার বাড়িতে একবার "ছালাম পাগ্‌লা" নামের এক যাদুকর এই খেলাটি দেখিয়েছিলেন। খেলাটির কৌশল আমার জানা ছিল কিন্তু খেলার মধ্য প্রকাশ করিনি। তোমরাও যদি কোন যাদুকরের খেলার কৌশল আগে থেকে জান তবুও খেলার মধ্য তা প্রকাশ করবে না, কারণ তাতে অন্য লোকেরা যে আনন্দ পাচ্ছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে এটি আমার কাছে বাহাদুরি তো মনে হয়ই না বরং বেশ নিচু মনোভাবের প্রকাশ পায়। তোমরা যারা খেলার কৌশল জান তারা চেষ্টা করবে কেমন করে ঐ যাদুকর আরো ভালভাবে ম্যাজিক দেখাতে পারেন। যা হোক এবার যে ম্যাজিকটা তোমরা শিখছ তার বর্ণনা দেওয়া যাক্।

যাদুকর একটা ২৫ সে. মি. দৈর্ঘ্য ৪ সে. মি. প্রস্থ এবং ২ সে. মি. মোটা বা উচ্চতার একটা কাঠের দন্ড সবাইকে দেখালেন। দন্ডটির ঠিক মাঝখানে দৈর্ঘ্য বরাবর একটা নিচে ও একটা উপরে দুইটি ছিদ্র আছে। (চিত্র দেখ)

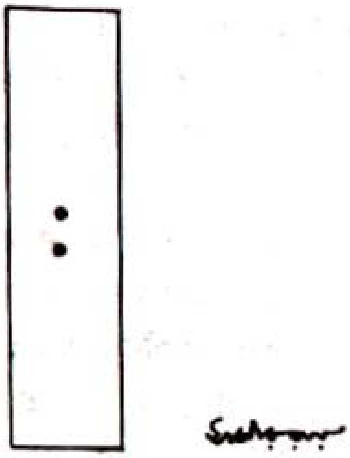

এবার যাদুকর তার বক্তৃতা শুরু করলেন। বললেন

"আমার হাতে একটা নিতান্তই সাধারণ কাঠের দন্ড আছে। কিন্তু সাধারণ দন্ড দিয়েই অসাধারণ ম্যাজিক দেখান যাবে যদি আপনাদের চোখকে যাদুমন্ত্রের দ্বারা আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারি। আপনারা অনেকেই জানেন প্রত্যেক যাদুকরই "চোখ ভেল্‌কি" করে থাকেন। যার ফলে অনেক কিছু দেখতে পান্‌না বা অস্বাভাবিক কিছু দেখেন। যা হোক এবার আমি আপনাদের চোখ ভেল্‌কির প্রত্যক্ষ একটা ম্যাজিক দেখাব, আপনারা চোখ বড় বড় করে দেখুন। এবার যাদুকর তিন-চার জন দর্শককে কাছে ডেকে নিলেন। ঐ তিনচারজন দর্শক, অবশিষ্ট দর্শকদের দিকে মুখ করে দাড়ালেন। এবার যাদুকর ঐ কাঠের দন্ডটিকে তাদের সামনে ধরে উপরের ফুটোতে একটা ডাবের পাতার খিল্ বা সাইকেলের স্পোক ঢুকাতে বললেন। তারা তাই করলেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। অন্য সকল দর্শক পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যে খিল বা স্পোকটি নিচের ফুটো দিয়ে বের হয়েছে। এই পাশের দু-চার জন দর্শক এবং ঐ পাশের অবশিষ্ট দর্শক চোখ ঘষে ব্যাপার টা বোঝার চেষ্টা করে। এবার যাদুকর দর্শকদের বোকা বানানোর রসিকতা শুরু করলেন। ঐ তিন চার জন দর্শক কে বললেন "আপনাদের বললাম উপরের ফুটো দিয়ে খিল ঢুকাতে আর আপনারা নিচের ফুটো দিয়ে খিল ঢুকালেন?" এই দর্শকদের ভেজালহীন উত্তর "আমরা তো উপরের ফুটো দিয়েই খিল ঢুকিয়েছি।"

যাদুকর এবার অন্যসকল (সামনের) দর্শকদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "আপনারাই বলুন ইনারা কি উপরের ফুটো দিয়ে খিল ঢুকিয়েছেন?"

দর্শকদের তীব্র প্রতিবাদ "না না" এবার যাদুকর তিন দর্শককে নিচের ফুটো দিয়ে কিল ঢুকাতে বল্লেন। অথচ খিল ঢুকানোর পর অন্য সকল দর্শক দেখলেন খিল উপরের ফুটো দিয়ে বের হয়েছে।

যাদুকর এবার ঐ তিনজন দর্শককে যেতে বললেন এবং সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক কে একটা করে গোলাপ দিলেন।

যাদুকর শেষে বললেন এটি একটি সম্মোহন বিদ্যার খেলা। আপনারা জানেন সম্মোহন যাদু জগতের একটা কঠিন দিক। আর জনতা সম্মোহন (Mass Hypnotism) হল সম্মোহন বিদ্যারও উচ্চ স্তরের ব্যাপার। যাইহোক আমি আপনাদের সম্মোহন ভেঙ্গে দিচ্ছি (কঙ্কালের মাথা দিয়ে দর্শকদের দিকে কি যেন করলেন!)।

উপরের বর্ণনা শুনে যতই কঠিন মনে হোক ম্যাজিকটা খুব সহজ। যা একটু কৌশল আছে তা ঐ কাঠের দন্ডটার মধ্য। প্রথমে ২৫ সে.মি. দৈর্ঘ্য; ৪ সে. মি. প্রস্থ ও ২ সে. মি. পুরু একটা কাঠের দন্ড সংগ্রহ কর (বা প্রায় এমন আকৃতির একটা কাঠের বাটাম বা স্কেল)। এই দন্ডটির মাঝখানে একটা ছোট ফুটো কর যেন একটা সাইকেলের স্পোক বা ঝাটার খিল সহজে ঢুকে। এবার একটু চালাকির সঙ্গে কাজটা করতে হবে। দন্ডটির দুই পাশে দুটো সম্পূর্ণ ফুটো না করে প্রায় অর্ধেকের বেশি ফুটো করতে হবে (যেন অন্য পাশ থেকে বোঝা না যায়)। ফুটো দুটো এমন ভাবে করতে হবে, যেন মূল মধ্যের ফুটোর একদিকে উপরে একটা, অন্য দিকে নিচে একটা (চিত্র দেখ)।

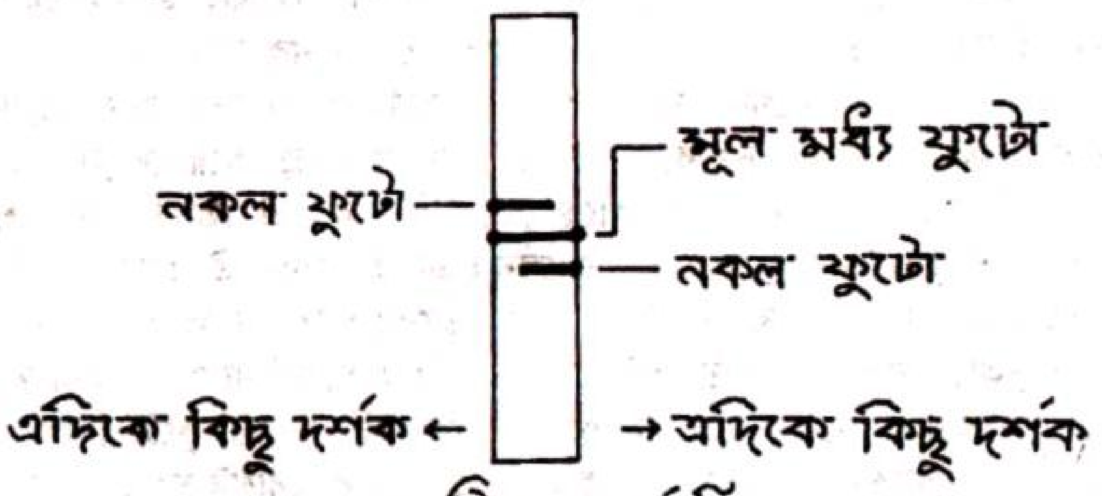

দন্ডটির পার্শ্ব চিত্র

এভাবে দন্ডটি তৈরি করে নিলে একদিক থেকে যেটি নিচের ফুটো অন্য দিক থেকে তা উপরের ফুটো মনে হবে। দন্ডটি ঘুরে নিয়ে বা উল্টিয়ে নিয়ে দুই বার দর্শককে ভুল দেখানো যায়। কিন্তু সাবধান থেকো দর্শককে এমন আদেশ করোনা যেন দর্শক নকল ফুটোয় খিল ঢুকায়। তাহলে খিল বের হবে না অন্য-পাশ দিয়ে।

খাওয়া দাওয়ার যাদু

ম্যাজিকটার নাম শুনেই তোমরা বুঝতে পারছ এখানে ভাল ভাল খাবারের ব্যবস্থা আছে। হ্যাঁ এই ম্যাজিকটা খাওয়া-দাওয়া নিয়েই। যারা ভোজন বিলাসী তারা হয়ত খুব মজা পাবে। কিন্তু খাওয়ার চেয়েও এই ম্যাজিকটা বেশি মজার এবং খুবই বিস্ময়কর।

এই ম্যাজিকে প্রথমে দর্শককে ৬৩টি খাবারের একটি তালিকা দেওয়া হয়। দর্শক পছন্দ মত যে কোন একটি খাবার মনে মনে খায়। যাদুকর এবার ৬টি কার্ড দর্শক কে দেন। ঐ ছয়টি কার্ডেও অনেক খাবারের নাম লেখা আছে। যাদুকর শুধু জেনে নেন কোন্ কোন্ কার্ডে দর্শকের মনোনীত খাবার আছে। তারপর যাদুকর বলে দেন দর্শক কি খাবার খেয়েছেন। এসো ম্যাজিকটি শেখা যাক। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটি খাবারের তালিকা ও ৬টি কার্ড বানাতে হবে, যা নিচে দেওয়া হল।

খাবারের তালিকা

১. মিষ্টি	২২. রুটি	৪৩. সেন্ডুইজ
২. সন্দেহ	২৩. কাতল মাছ,	৪৪. নেমকি
৩. চমচম	২৪. চিংড়ি মাছ	৪৫. পেয়াজি
৪. কাঁচা গোল্লা	২৫. ইন্ডিয়ান ফুড়স	৪৬. ইফতারী
৫. জিলাপী	২৬. সালাদ	৪৭. বুট
৬. লাড্ডু	২৭. স্যালাইন	৪৮. ফুচ্‌কা
৭. মখন	২৮. আলু ছানা	৪৯. চট্‌পটি
৮. বগুড়ার দৈ	২৯. খিচুরী	৫০. দুধ
৯. বিস্কুট	৩০. চকলেট	৫১. আচার
১০. চানাচুর	৩১. আইসক্রিম	৫২. পিঠা
১১. চা.	৩২. মুরগীর রোষ্ট	৫৩. চিপস
১২. কফি	৩৩. পাপড়	৫৪. নুডুলস
১৩. ভাত	৩৪. মোগলাই	৫৫. চপ
১৪. ডিম	৩৫. কেক	৫৬. শরবত
১৫. মাংস	৩৬. কোল্ড ড্রিংকস	৫৭. পান
১৬. পোলাও	৩৭. আম	৫৮. সিগারেট
১৭. বিরিয়ানী	৩৮. আঙ্গুর	৫৯. চাইনিজ
১৮. শাক-সবজী	৩৯. কমলা	৬০. চাট্‌নী
১৯. ইলিশ মাছ,	৪০. কলা	৬১. কাবাব
২০. রুই মাছ	৪১. আপেল	৬২. পেডিস
২১. ডাব	৪২. চুইংগাম	৬৩. মুড়িমাখা

চমচম	জিলাপী	চা	ভাত	মাংস ১
বিরিয়ানী	ডাব	ইন্ডিয়ান ফুড	কাবাব	আইসক্রীম
আচার	মুড়িমাখা	সেন্ডুইজ	সেলাইন	চাইনিজ
মাখন	মিষ্টি	ইলিশ	মাংস	কাতল
চাইনিজ	পাপড়	পান	খিচুরী	বিস্কুট
কেক	আম	চপ্	চিপস্	আচার
চটপটি	বুট	পেয়াজী	আপেল	কমলা

১ নং কার্ড

চানাচুর	চা	ডিম	মাংস	শাক ২
রুটি	কাতল মাছ	সালাদ	মুড়িমাখা	পেডিস
কেক	আইসক্রীম	ইলিশ মাছ	চকলেট	মুড়িমাখা
চমচম	চাইনিজ	স্যালাইন	মাখন	সিগারেট
মোগলাই	সিগারেট	লাড্ডু	বুট	সন্দেশ
কমলা	কেক	চপ্	লুডুলস্	আচার
দুধ	ইফতারী	সেন্ডুইজ	চুইংগাম	আঙ্গুর

২ নং কার্ড

জিলাপী	লাড্ডু	মাখন	ভাত	রই মাছ ৪
ডাব	রুটি	কাতল	মুড়িমাখা	নেমকি
চকলেট	ইফতারী	চপ্	কাচা গোল্লা	আলুছানা
পেডস চাটনী	মুড়িমাখা আইসক্রিম	কফি কাবাব	পেডিস খিচুরী	ডিম নুডুলস্
মাংস	কোল্ড ড্রিংক	চাটনী	চিপস্	পিঠা
বুট	পেয়াজি	কমলা	আঙুর	আম

৩ নং কার্ড

বিস্কুট	চানাচুর	ইফতারী	ভাত	মাংস ৮
ইন্ডিয়ান	সালাদ	স্যালাইন	মুড়িমাখা	বগুড়ার দৈ
চা	পান	চক্‌লেট	চাইনিজ	আলুছানা
পেডিস	চিংড়ি	চাটনী	কলা	বুট
ডিম	খিচুরী	কাবাব	কফি	নেমকি
ইন্ডিয়ান ফুড	চক্‌লেট	চাইনিজ	সিগারেট	শরবত
পেয়াজী	সেন্ডুইজ	চুইংগাম	আপেল	আইসক্রিম

৪ নং কার্ড

বিরিয়ানী	শাক-সবজী	রুই মাছ	রুটি	কাতল ১৬
চিংড়ি	ইন্ডিয়ান ফুড	সালাদ	মুড়ি মাখা	কাবাব
দুধ	রুই মাছ	স্যালাইন	ডাব	পেডিস
আলুছানা	বিরিয়ানী	চাইনিজ	ফুচ্‌কা	স্যালাইন
খিচুরী	চাটনী	ইলিশ মাছ	চপ্	চকলেট
পোলাও	আইসক্রিম	সিগারেট	পান	শরবত
নুডুল্‌স	চিপস্	পিঠা	আচার	চট্‌পটি

৫ নং কার্ড

পাপড়	মোগলাই	কেক	কোল্ড ড্রিংকস	আম ৩২
আঙ্গুর	কমলা	চুইংগাম	মুড়ি মাখা	পান
ইফতারী	সেণ্ডুইজ	আপেল	পেয়াজী	পেডিস
কলা	চপ্	চুইংগাম	আচার	চাইনিজ
সিগারেট	ফুচ্‌কা	চাট্‌নী	সিগারেট	শরবত
বুট	কাবাব	মুরগীর রোস্ট	নেম্‌কি	চাইনিজ
নুডুলস্	চিপস্	পিঠা	দুধ	চট্‌পটি

৬ নং কার্ড

প্রথমে ৬৩ টি খাবারের তালিকাটি এবং ৬টি কার্ড বানাও এবং এখানে যেভাবে দেওয়া আছে ঠিক সেভাবেই খাবার গুলো লিখে নাও। আর একটা জিনিস খেয়াল কর। দেখ, প্রত্যেকটি কার্ডের ডান পাশের উপরের কোণে একটি করে সংখ্যা লেখা আছে, এই সংখ্যাগুলিই আসল। ১ম কার্ডে ১, ২য় কার্ডে ২, ৩য় কার্ডে ৪, ৪র্থ কার্ডে ৮, ৫ম কার্ডে ১৬ এবং ৬ষ্ঠ কার্ডে ৩২ লেখা আছে। এই সংখ্যাগুলোর এমনই বৈশিষ্ট উল্টাপাল্টা করে বা একটার সংগে আর একটা যোগ করে ১ হতে ৬৩ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যাই পাওয়া যায়। কার্ড বানানোর কাজ শেষ এখন কিভাবে প্রদর্শন করবে সে সমন্ধে একটু বলি।

সর্বপ্রথম খাবারের তালিকাটি কোন দর্শককে দিয়ে বলবে, "মনে করুন এটি একটি হোটেলের খাবারের লিস্ট। কিন্তু হোটেলটি "যাদু নগরী" তে অবস্থিত। জানেনেই তো যাদু নগরীর সব কিছুই ম্যাজিকের সাহায্যে হয়ে থাকে। তাই এই

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটিও ম্যাজিকের সাহায্যেই হবে।" -এই বলে তুমি ঐ খাবারের লিস্ট হতে দর্শকটিকে যে কোন একটি খাবার মনে মনে খেতে বল।

দর্শক যখন মনে মনে কোন খাবার খাবে তখন বলবে, "আমি জানিনা আপনি কি খেয়েছেন। কিন্তু যদি বলেন কোন কোন দেশে খাবারটি আছে তাহলেই আমি ঐ দেশগুলোর যাদুকরের কাছ থেকে খবর নিয়ে বলে দিব মনে মনে আপনি কি খেয়েছেন। মনে করুন আমার হতে যে ছয়টি কার্ড দেখছেন এগুলোই হল ৬টি দেশ। আপনি শুধু দেখে দিন কোন কোন কার্ডে বা দেশে আপনার খাওয়া খাবারটি আছে।"

ধরা যাক, দর্শকটি বললেন, এই কার্ড ও এই কার্ডে আছে। মনে কর, কার্ড দুটি হল ২নং এবং ৪নং। তুমি এখন সহজেই বলে দিতে পার তিনি চানাচুর খেয়েছেন। কিভাবে বুঝবে জান?

দেখ ২নং ও ৪নং কার্ডের কোণে যথাক্রমে ২ এবং ৮ লেখা আছে। তুমি মনে মনে সংখ্যা দুটি যোগ করে যোগফল ১০ পাবে। এবার লিস্ট এর দিকে শুধু এক নজর ১০ নম্বর খাবারটা দেখে যাদুর ভঙ্গিতে "চানাচুর" বলবে। এই হল মূল কথা। দর্শক যে খাবারই খাবে যদি কোন কোন কার্ডে তা আছে শুনে নিয়ে কোনার সংখ্যাগুলো যোগ করে তা বলে দিতে পারবে।

তুমি যদি ম্যাজিকটি আরো একটু বিস্ময়কর করতে চাও আর একটি কাজ করবে। তা হল কোনার সংখ্যাগুলো কার্ডের পিছন সাইডে লিখবে। তাতে দর্শক সমস্ত কার্ডে শুধু কয়েকটি খাবারের নাম ছাড়া কিছুই দেখবে না। (কার্ডে ১ নং, ২ নং...এগুলো লেখার প্রয়োজন নেই)। ম্যাজিকের কৌশল যেন দর্শক কোন ক্রমেই বুঝতে না পারে এজন্য ইচ্ছা করলে তোমরা ঐ ছয়টি সংখ্যার প্রতীক ব্যবহার করতে পার যেমন, ১ = 1, ২ = TWO, ৪ = একটা চশমার ছবি, ৮ = VIII (রোমান আট) ১৬ = ষোল (বাংলা বানান) এবং ৩২ = ৩২ লিখতে পার।

এখানে যে খাবারের লিস্টটা দেওয়া হয়েছে তাতে আমি অনেক ভেবে চিন্তে আমাদের পরিচিত ৬৩টি খাবার দিয়েছি। পেটুক, খাদক, ভোজন বিলাসী সহ সবারই ম্যাজিকটি ভাল লাগবে।

স্ট্র কাটে সুতা বাঁচে!

বিভিন্ন ম্যাজিক বিভিন্ন ভাবে হয়ে থাকে। কিছু ম্যাজিক আমাদের নিত্য ব্যবহার্য অল্প মূল্যের জিনিস পত্র দিয়ে অথচ বড় মাপের ম্যাজিক দেখান যায়। স্ট্র কাটে সুতা বাঁচে ম্যাজিকটি এই জন্যই আমাকে ভাল লাগে এতে একে বারেই ঝামেলা নেই।

একবার এক অনুষ্ঠানে সবাই মামার বাড়িতে গিয়েছি। যথারীতি দুপুরবেলা পোলাও মাংস খেয়ে খুব আড্ডা হচ্ছে। সব আত্মীয় স্বজন একসঙ্গে বসলে যেমন গল্প-গুজব হয় আর কি? আর আমি তো এমন পরিবেশ মজা করে মাতিয়ে রাখার মহাওস্তাদ। আমি, আমার বোনেরা, দুলাভাইরা মামাত বোনের মেয়েরা সবাই স্ট্র (straw) দিয়ে পেপ্‌সি খাচ্ছি। আমি আমার পেপ্‌সি খাওয়া শেষ করে বললাম "এই স্ট্র এর একটি ম্যাজিক দেখবেন?" সবাই জানে আমি মাঝে মধ্য এমন ম্যাজিক দেখাই। সবাই খুব আগ্রহ প্রকাশ করল। আমি আমার মামাত বোনের মেয়ে সাথী কে দিয়ে ১ টা কাঁচি ও এক টুকরো সুতো আনিয়ে আমার ম্যাজিক শুরু করলাম।

আমি স্ট্রটার এক প্রান্ত দিয়ে সুতোটা ঢুকিয়ে অপর প্রান্ত দিয়ে বের করে আনলাম। তারপর স্ট্রটাকে মাঝ বরাবর ভাজ করলাম। এরপর মাঝখানে কাঁচি দিয়ে স্ট্রটা কাটলাম। তারপর বললাম "এই স্ট্র-এর ভিতর সুতা ছিল। আমি সুতা সহ স্ট্র কেটেছি। সুতরাং সুতাটা এখন দুইভাগ হয়েছে। কিন্তু আমি আমার মন্ত্র বলে এই সুতা আবার জোরা লাগাব। এই বলে আমি কাটা দুই প্রান্তকে কাছাকাছি নিয়ে এসে স্ট্রটা সোজা করে, সুতোর একপ্রান্ত ধরে টেনে অক্ষত সুতা বের করলাম। সবাই বিমুগ্ধ, অবাক!

ম্যাজিক দেখার পর সবার সেই ঐতিহাসিক (?) অনুরোধ "কেমন করে হল? শেখাও না।" সেদিন কিন্তু আমি শেখাই নি (একটা রহস্যময় হাসি দিয়েই খালাস)। যা হোক তোমাদের তো অবশ্যই শিখাব।

প্রথমেই বলেছি এতে ঝামেলা নেই। কাজের মধ্য শুধু একটা কাজই করতে হবে। তা হল স্ট্রটার ঠিক মাঝ বরাবর প্রায় ৬ সে. মি. জায়গা চিরে নিতে হবে (চিত্র দেখ)

এই বিশেষ স্ট্রটি আরো কতগুলো সাধারণ স্ট্র এর সঙ্গে রাখা যেতে পারে। এখন আমি যে ভাবে প্রদর্শন করেছি সেভাবে প্রদর্শন করবে। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বক্তব্য দিয়ে এক খণ্ড সুতো স্ট্রটির এক প্রান্ত দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য প্রান্ত দিয়ে বের করে আন। এখন স্ট্রটি ভাজ করতে হবে। এবং সবাইকে দেখাতে হবে ঐ ভাজের মাথায় অর্থাৎ স্ট্র-এর মধ্যস্থলে সুতা সহ স্ট্র কাটার পরও সুতা অক্ষত থাকে। এজন্য কি করতে হবে শোন।

যখন মাঝ বরাবর স্ট্রটি ভাজ করে নিবে তখন লক্ষ্য রেখ যে, ব্লেড দিয়ে চেরা অংশটা যেন ভাজের ভিতরে নিচের দিকে চলে আসে। এখন সুতার দুই প্রান্ত ধরে একটু টান দিলেই, সুতাটা চেরা অংশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসবে (চিত্র দেখ)।

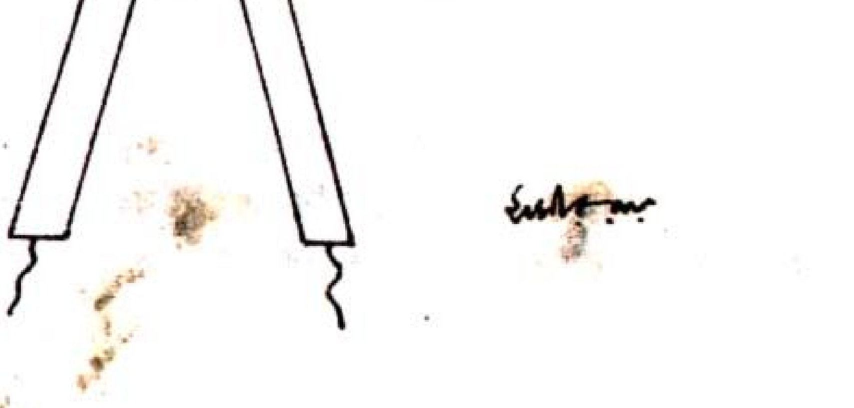

বেরিয়ে আসা সুতাটা আঙ্গুলের সাহায্যে লুকিয়ে রেখে স্ট্রটা কেটে ফেল। সুতা তো অক্ষত থাকবেই! তারপর সবই তোমার অভিনয়।

প্রমথ চৌধুরী বলেছেন "প্রকৃত শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না"। ম্যাজিকের শিক্ষাও তাই কিভাবে দেখালে সুন্দর হবে, কি বললে আকর্ষণীয় হবে তা নিজেকেই ভেবে নিতে হবে। উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে। আশাকরি তোমরা স্পষ্ট কথার সুন্দর বক্তব্য দিয়ে ভেবে চিন্তে আকর্ষণীয় ভাব ভঙ্গি দিয়ে প্রদর্শন করবে। এই বই-এ ম্যাজিকের কৌশল সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রদর্শন ভঙ্গি বা বক্তব্য তো আর সম্পূর্ণ রূপে লেখা সম্ভব নয়, তাই আমার লিখে দেওয়া সংক্ষিপ্ত প্রদর্শন ভঙ্গি ও বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে, আরো সুন্দর করে উপস্থাপন করবে। ম্যাজিকটি যেন না ধরতে পারে ও বেশি আশ্চর্য হয় সেজন্য নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করবে।

নাম বের করার ম্যাজিক

কোন দর্শক যদি মনে মনে কোন মানুষের নাম ভাবে আর তুমি যদি তা বলে দিতে পার, তাহলে কেমন হয়? সেটাই বলে দিচ্ছি এবার। বলে রাখি এই ম্যাজিকটাও খুব সুন্দর ও আনকমন।

এই ম্যাজিক দেখানোর জন্য প্রথমেই তোমাকে দুটি কার্ড আলাদা আলাদা করে মোটা কাগজে লিখে নিতে হবে। কার্ড দুটি নিচে দেওয়া হলঃ

MAGIC CARD-1	
ক	B G D A F C
খ	L K E H J M
গ	I N S Q P R
ঘ	W T V X O Y
ঙ	Z U

MAGIC CARD-2	
1	B L I W Z
2	G K N T U
3	D E S V
4	A H Q X
5	F J P O
6	C M R Y

প্রথমে MAGIC CARD-1 কোন দর্শককে দাও। মনে মনে কোন একজন মানুষের নাম ধরতে বল। ঐ দর্শকের ভাবা নামের ইংরেজি বানানের প্রথম অক্ষরটি (Latter-বর্ণ) কোন লাইনে (ক, খ, গ, ঘ বা ঙ) আছে দেখিয়ে দিতে বল। ২য় ইংরেজি Latter টি কোন্ লাইনে আছে দেখিয়ে দিতে বল। এভাবে সবগুলো অক্ষর ক্রমান্বয়ে CARD-1-এ কোন কোন লাইনে আছে জেনে নাও। উদাহরণ নেওয়া যাক্। ধরাযাক কোন দর্শক একটা নাম "শিল্পী –SHILPI" ভাবল। তুমি তাকে প্রথমে এক নাম্বার কার্ড দিয়ে নামের প্রথম অক্ষর কোন্ লাইনে আছে জানতে চাইলে সে উত্তর দিবে "গ" লাইনে। তুমি এই অক্ষরটি অন্য কোন কাগজে লিখে নিবে। আবার ২য় অক্ষরটি কোন্ লাইনে আছে জানতে চাইলে সে বলবে "খ" লাইনে। এভাবে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ অক্ষর (Latter) যথাক্রমে গ, খ, গ এবং গ লাইনে আছে, তা তুমি শুধুমাত্র শুনে নিলে। লাইন নাম্বারের সিরিয়াল যেটি তুমি অন্য কোন কাগজে লিখে নিলে তা হল (নিম্নভাবে লিখবে)ঃ

গ খ গ খ গ গ

প্রথম কার্ডের কাজ শেষ। এবার দ্বিতীয় কার্ড দর্শকটির হাতে দিবে এবং ঠিক একই ভাবে কত কত নম্বর লাইনে আছে, তা শুধু মাত্র জেনে নিয়ে ক্রমান্বয়ে প্রথম কার্ডের টুকে নেয়া বাংলা অক্ষরগুলোর নিচে লিখবে।

দর্শকটি Shilpi নাম ভেবেছে। সে এক নম্বর কার্ডের কাজ শেষ করে দুই নম্বর কার্ডেও একই প্রক্রিয়া করবে অর্থাৎ ১ম অক্ষও 3 নম্বর লাইনে আছে বলবে। তুমি 3 সংখ্যাটি আগে লেখা "গ" এর নিচে লিখবে। তেমনি দর্শকটি ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অক্ষর যথাক্রমে 4, 1, 1, 5 ও 1-তে আছে বলবে। তুমি আগে লেখা বাংলা অক্ষর (লাইন নম্বর)-এর নিচে নিচে এই সংখ্যাগুলো (২য় কার্ডের লাইন নম্বর) লিখবে। ১ম কার্ডের লাইন নম্বর এবং ২য় কার্ডের লাইন নম্বর নিম্ন ভাবে লিখে নিতে হবে (Shilpi নামের জন্য)ঃ

গ	খ	গ	খ	গ	গ
3	4	1	1	5	1

এখন এই ছকটা এবং শুধুমাত্র এক নম্বর কার্ড (MAGIC CARD-1) পাশাপাশি হাতে নিলেই ঐ ধরা নামের অক্ষরগুলো ক্রমান্বয়ে পেয়ে যাবে। যেমন এক নম্বর কার্ডের গ-এর 3 নম্বর বর্ণ (Latter) "S", খ-এর 4 নম্বর বর্ণ "H", গ-এর 1 নম্বর বর্ণ "I", খ-এর 1 নম্বর বর্ণ "L" গ-এর 5 নম্বর বর্ণ "P" এবং গ-এর 1 নম্বর বর্ণ I.

তুমি ছক ও এক নম্বর কার্ড দেখে প্রকৃত বর্ণ (Latter) গুলো বুঝে নিয়ে ঐ ছকের নিচে নিচে নিম্নভাবে লিখবেঃ

গ	খ	গ	খ	গ	গ
3	4	1	1	5	I
S	H	I	L	P	I

এভাবেই দর্শকের ভাবা নামটি তুমি সহজেই বের করে দিতে পার। তবে দর্শককে দুই কার্ডে দুই বার নামের অক্ষর ক্রম অনুসারে দুই কার্ডের লাইন নম্বর (ক, খ, গ, ঘ, ঙ বা 1, 2, 3, 4, 5, 6) গুলো সঠিক ভাবে বলে দিতে হবে। ঠিকমত দেখাতে পারলে দর্শক খুব অবাক হয়ে যাবে। উত্তরটি বাংলায় উচ্চারণ করে বলবে। তোমার হিসাবের কাগজটি নষ্ট করে ফেলবে।

ভাই বোনের ম্যাজিক

এবার যে ম্যাজিকটার কথা বলতে চাচ্ছি তা সম্পূর্ণ অংকের ম্যাজিক। ম্যাজিকের উদ্দেশ্যই হল দর্শককে অবাক করা। অংকের সাহায্য নিয়ে ম্যাজিক প্রায় সব ম্যাজিশিয়ান-ই দেখান। অংকের সাহায্যে সহজেই দর্শকদের অবাক করানো যায়।

অংকের ম্যাজিকের সুবিধা হল শুধু একটা খাতা ও কলম হলে যে কোন সময় যে কোন স্থানে তা দেখান যায়। আমার এক ভাগ্নি আছে। নাম মিমি। মিমির জন্ম দিনে খুব মজা হয় খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রে আমি ও আমার দুই "দুলাভাই এর দুলাভাই" (অর্থাৎ নিজের দুলাভাই এর বোনের বর) এক বিছানায় শোয়ার আয়োজন হয়। ম্যাজিক দেখানোর কোন জিনিস পত্র সঙ্গে নেই। কিন্তু, আমি তো বসে থাকার বান্দা নই। শুরু করলাম অংকের ম্যাজিক।

যে দুলাভাই অংকের শিক্ষক, তাকেই খাতা আর কলম দিলাম। বললাম আপনি আপনার কোন পরিচিত ব্যাক্তির ভাই বোনের সংখ্যা ধরুন। তারপর যা হিসাব করতে বলি করেন। দুলাভাই ভাই=৩ এবং বোন = ৪ ধরল। আমি বললাম খাতাতে কিছু হিসাব করেন আমাকে না দেখিয়ে। প্রথমে বললাম ভাই এর সাথে ১ যোগ করেন তাহলে হল ৩ + ১ = ৪।

তারপর বললাম ঐ ফলের সঙ্গে ২ গুণ করুন।

তাহলে ~~হল ৪~~ × ২ = ৮

এরপর বললাম ঐ ফলের সঙ্গে ৩ যোগ করুন।

তাহলে হল ৮ + ৩ = ১১

এরপর বললাম ঐ ফলের সঙ্গে ৫ গুন করেন।

তাহলে হল ১১× ৫ = ৫৫

সবশেষে বললাম এবার ঐ ফলের সঙ্গে বোন সংখ্যা যোগ করেন।

তাহলে হল ৫৫ + ৪ = ৫৯

তারপর আমি বললাম, "এতক্ষণ যে হিসাব করলেন, তা আমার অলক্ষ্যে। কিন্তু সর্বশেষ ফলটা আমাকে বললেই আমি আপনার ভাই-বোনের সংখ্যা বলতে পারব।" দুলাভাই বলল, ৫৯। আমি সাথে সাথে বলে দিলাম ৩ জন ভাই ৪ জন বোন। দুলাভাইরা তো অবাক। আরো কয়েক বার করল। আমিও সঠিক উত্তর দিলাম। অবাক হয়ে বললেন "ব্যাপার কি?" আমি টমেটো মার্কা হাসি দিয়ে বললাম "ব্যাপার কিছু না শুধু দের লিটার কোকাকোলা।" দুলাভাই বললেন, "মানে?" আমি বললাম, "পোলাও মাংস খেয়ে কি কোকাকোলা না খেলে চলে? টাকা দেন, পাশের দোকান থেকে কোকাকোলা আনি, খাই, তারপর ব্যাপার বলব।"

কোকাকোলা খেয়ে আমি কৌশল খুলে বললাম।

আসলে ব্যাপারটা খুব সহজ। সর্বশেষ ফল শোনার পর তা থেকে ২৫ বাদ দিলে যে ফল পাওয়া যায় তার প্রথম অংক (Digit) ভাই এর সংখ্যা ২য় অংক (Digit) বোন এর সংখ্যা। দুলাভাই সর্বশেষ ফল ৫৯ বলার পর আমি মনে মনে ২৫ বাদ দিলাম।

তাহলে ৫৯ - ২৫ = ৩৪

এখানে ৩টি ভাই, ৪টি বোন। শুধু সূত্রটি ঠিকমত মুখস্ত করে নিতে হবে। সূত্রটি হল ঃ

ভাই + ১ × ২ + ৩ × ৫ + বোন = ফল

এই সূত্র মতে যোগ/গুণ করার আদেশ দিতে হবে। শেষে ফলটি জেনে নিয়ে ২৫ বাদ দিলেই হল।

কাউকে দুই/ তিন বার দেখাতে গেলে নতুন সূত্র প্রয়োগ করলে ভাল হয় না? আর একটি সূত্র হল ঃ

ভাই × ৫ + ৭ × ২ + বোন = ফল

এই সূত্রের সব কিছুই আগের মত। কিন্তু এই সূত্র প্রয়োগ করলে ফল হতে ১৪ বাদ দিতে হয়। অন্যান্য সবই আগের একই ধারার। উল্লেখ্য সূত্রটিতে একটা সংখ্যার সঙ্গে আর একটি সংখ্যার গুণ বা যোগ শেষ হওয়ার পর আর একটি সংখ্যার গুণ বা যোগ হবে। তাই সূত্রটিতে ব্রাকেটের ব্যবহার করা দরকার ছিল। কিন্তু তাও ধারাবাহিকতা অনুসারেই সূত্রটি লিপিবদ্ধ করলাম (সহজ হওয়ার জন্য)।

আজব সংখ্যার রহস্য

অংকের এই ম্যাজিকটি বেশ আজব লাগে। প্রথমে কোন দর্শককে ১৪২৮৫৭ এই সংখ্যাটি লিখে দাও। তারপর ঐ সংখ্যার সঙ্গে ৭ বাদে ১ হতে ৯ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে বল। গুণফলের প্রতিটি অংক (Digit) পাশাপাশি যোগ করতে বল। এই যোগফলকে ৩ দ্বারা গুণ করতে বল। কাজ এটুকুই। এবার একটু রহস্য করে উত্তরটা বলে দাও ৮১। দর্শক এই ভেবে মাথাটা প্যাঁচ পাকাবে যে সে ইচ্ছামত একটা সংখ্যা দিয়ে গুণ করেছে ঐ সংখ্যাকে। যার ফলে আর কোনভাবেই সম্ভাব্য উত্তর বলে দেয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু আসলে সম্ভব। উদাহরণ দেওয়া যাক্। ধরাযাক ১৪২৮৫৭ এই সংখ্যার সঙ্গে দর্শক ৪ গুণ করলেন। গুণফল হল ৫৭১৪২৮। এই গুণফলের প্রতিটি অংক (Digit) পাশাপাশি যোগ করলে (৫ + ৭ + ১ + ৪ + ২ + ৮) =২৭ হয়। এখন ২৭ কে ৩ দিয়ে গুণ করলে ৮১ হয়, যা তুমি বলে দিয়েছ। নিশ্চয় বুঝতে পারছ দর্শক ঐ সংখ্যা (১৪২৮৫৭) কে যে অংক দিয়েই গুণ করুক আর গুণফল পাশাপাশি যোগ করে ৩ গুণ করলে সবসময় ৮১ উত্তর হয়। কিন্তু কেন? আসলে সব রহস্য ঐ আজব সংখ্যায়। কেননা ১৪২৮৫৭ কে ৭ বাদে যে সংখ্যা দিয়েই গুণ করা হোক, গুণফলের পাশাপাশি যোগফল ২৭ হবে। আর ২৭ × ৩ = ৮১ এ আর বিচিত্র কি? ১৪২৮৫৭ এই সংখ্যাটি টেলিফোন নাম্বার মুখস্থ রাখার মত মনে রাখলেই হল।

এক দিকে লাল অন্য দিকে কাল

তাস দিয়ে মজার আর একটি ম্যাজিক তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি। এই ম্যাজিকে দেখা যায় এক বান্ডিল তাস রাবার দিয়ে বাঁধা। যাদুকর, যেভাবে আমরা বই দেখি সেভাবে তাসের গুচ্ছের এক সাইড ফর্ ফর্ করে দেখালেন সবগুলো কাল (ইস্কাবন ও চিরিতন) তাস। আবার অন্য সাইডে দেখালেন সবগুলো তাস লাল (হরতন ও রুইতন)। যাদুকর কোন সময় দুই দিকেই কাল কিম্বা দুই দিকেই লাল দেখালেন।

এই ম্যাজিকটি দেখাতে গেলে শুধুমাত্র এক প্যাকেট তাস হলেই হবে। কার্ড কাটতে বা অন্য কোন ভাবে নষ্ট হবে না। কৌশল শুধু মাত্র সাজানোর মধ্য। প্রথমে এক প্যাকেট তাস হতে জোকার বাদ দাও। গোলাম, বিবি ও সাহেব-এর ১২টি তাস বাদ দিলে, ভাল হয়। এখন থাকল ইস্কাপন (Spade), চিরিতন (club), হরতন (Hearts) এবং রুইতনের (Diamonds) ১ হতে ১০ পর্যন্ত মোট ৪০টি তাস। এখন কাল (ইস্কাপন ও চিরিতন) এবং লাল (হরতন ও

রুইতন) আলাদা করতে হবে। তারপর একটা লাল একটা কাল, একটা লাল একটা কাল চিত্রের মত করে প্রায় ১ ইঞ্চি বা ১ মি. মি. ডান দিকে বাম দিকে ছেড়ে দিয়ে তাস সাজিয়ে নিতে হবে। (চিত্র দেখ)

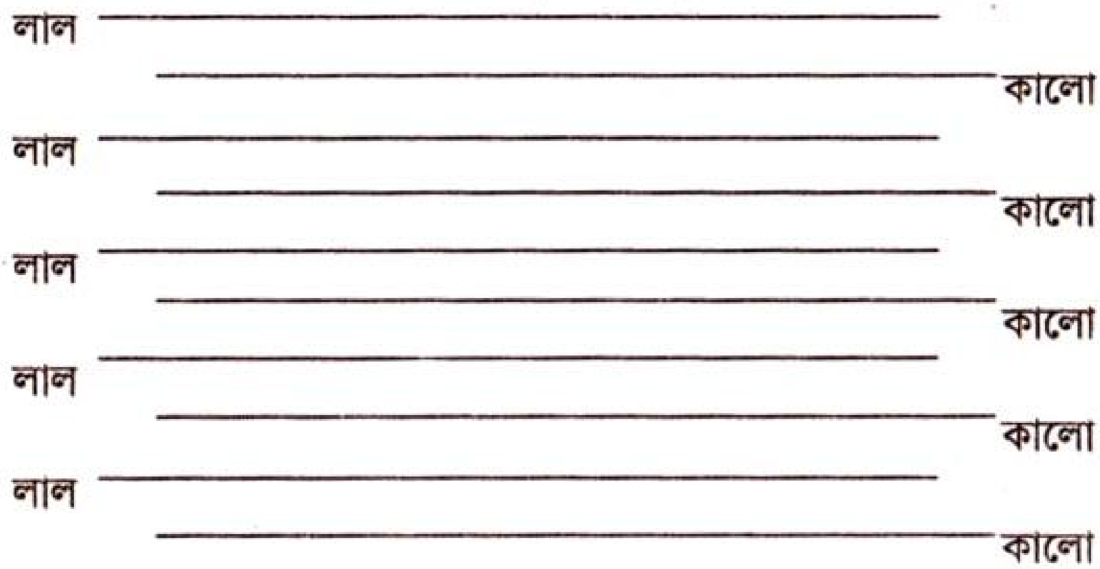

সাজানো তাসের পার্শ্ব চিত্র

অর্থাৎ একটা লাল তাস বসানোর পর প্রায় $\frac{১}{১৬}$ ইঞ্চি বা ১ মি. মি. ডান দিকে সরে একটা কাল তাস বসাতে হবে। আবার কাল তাসটির বাম দিকে $\frac{১}{১৬}$ ইঞ্চি বা ১ মি. মি. সরিয়ে আবার একটি লাল তাস বসাতে হবে। এভাবে সবগুলো তাস বসিয়ে নিয়ে একটা ভাল শক্ত রাবার দিয়ে তাসের গোছাটি বেধে নিতে হবে যেন পরে তাসগুলো বিশেষ বিন্যাস নষ্ট হয়ে এলোমেলো না হয়ে যায়। ব্যাস্ কাজ শেষ। এখন একদিকে ধরে বই দেখার মত করে ফর-ফর করে তাসগুলো দেখলে শুধু লাল তাস দেখা যাবে আবার অন্য পাশে ওভাবে দেখলে শুধু কাল তাস দেখা যাবে। আর কিভাবে দুই পাশেই কাল বা লাল দর্শককে দেখাবে? খুব সহজ। কিন্তু আমি বললাম না। তুমি ঐভাবে তাস বিন্যাস করে হাতে নিয়ে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবে কিভাবে দেখালে দু-দিকেই কাল বা লাল তাস দেখা যাবে। একটু রহস্য করলাম আর কি? দেখি একটু অপূর্ণতা তোমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে কি না?

ভরা ম্যাচ খালি করা

এবার যে ম্যাজিকটার কথা বলতে যাচ্ছি সেটিও আমি খুব ছোট বেলাতে (ক্লাশ ওয়ান বা টু) শিখেছিলাম এবং দেখাতাম। ম্যাজিকটাতে দেখা যায় যাদুকর প্রথমে একটা ম্যাচ সম্পূর্ণ ভরা দেখান এবং অপর হাত দিয়ে একটু ঢাকা দিয়েই ম্যাচ সম্পূর্ণ খালি দেখান। ম্যাচটি খুলে দেখান কোথাও কাঠি নেই।

ম্যাজিকটি আসলে খুবই সোজা। খুব ছোট ছেলেও দেখাতে পারবে। ম্যাজিকটার আসল কারসাজি-ই কিন্তু ঐ ম্যাসের ভিতর। একটু কষ্ট করে বিশেষ ম্যাচটি তৈরি করে নিলেই তা দিয়ে বহুবার দেখান যায়। প্রথমে একটা ম্যাচ সংগ্রহ কর। যে ম্যাচের দুটো সাইডেই একই রকম ছবি আছে তেমন ম্যাচ-ই সবচেয়ে ভাল হয়। তা না পাওয়া গেলে অন্য ম্যাচ থেকে ছবি কেটে এনে ঐ বিশেষ ম্যাচের কভারের গায়ে ভাল করে লাগাবে যেন ম্যাচটির দুই সাইড-ই একই রকম হয়। এবার ম্যাচ বাক্স হতে সবগুলো কাঠি বের করে নাও। এখন আসল কাজটি করতে হবে। ম্যাচের ট্রেটির (যেটাতে কাঠি থাকে) উল্টো পাশে আঠা লাগাও (একটু ভাল, ঘন আঠা প্রয়োজন)। এবার ট্রেটির উল্টো পাশে আঠার উপর একটি-একটি করে পাশাপাশি কয়েকটি ম্যাচের কাঠি বসে দাও। লক্ষ্য রেখ কাঠি বসান যেন ভাল হয় অর্থাৎ সামনে দিক থেকে যেন ট্রেটি খালি দেখা যায়। ম্যাচের কাঠির অস্তিত্ব যেন বোঝা না যায়। কাঠি বিন্যাস যেন ফাঁকা না হয়,তাহলে শুধু এক পরল-ই কাঠি আছে তা বোঝা যাবে। মোট কথা আস্তে

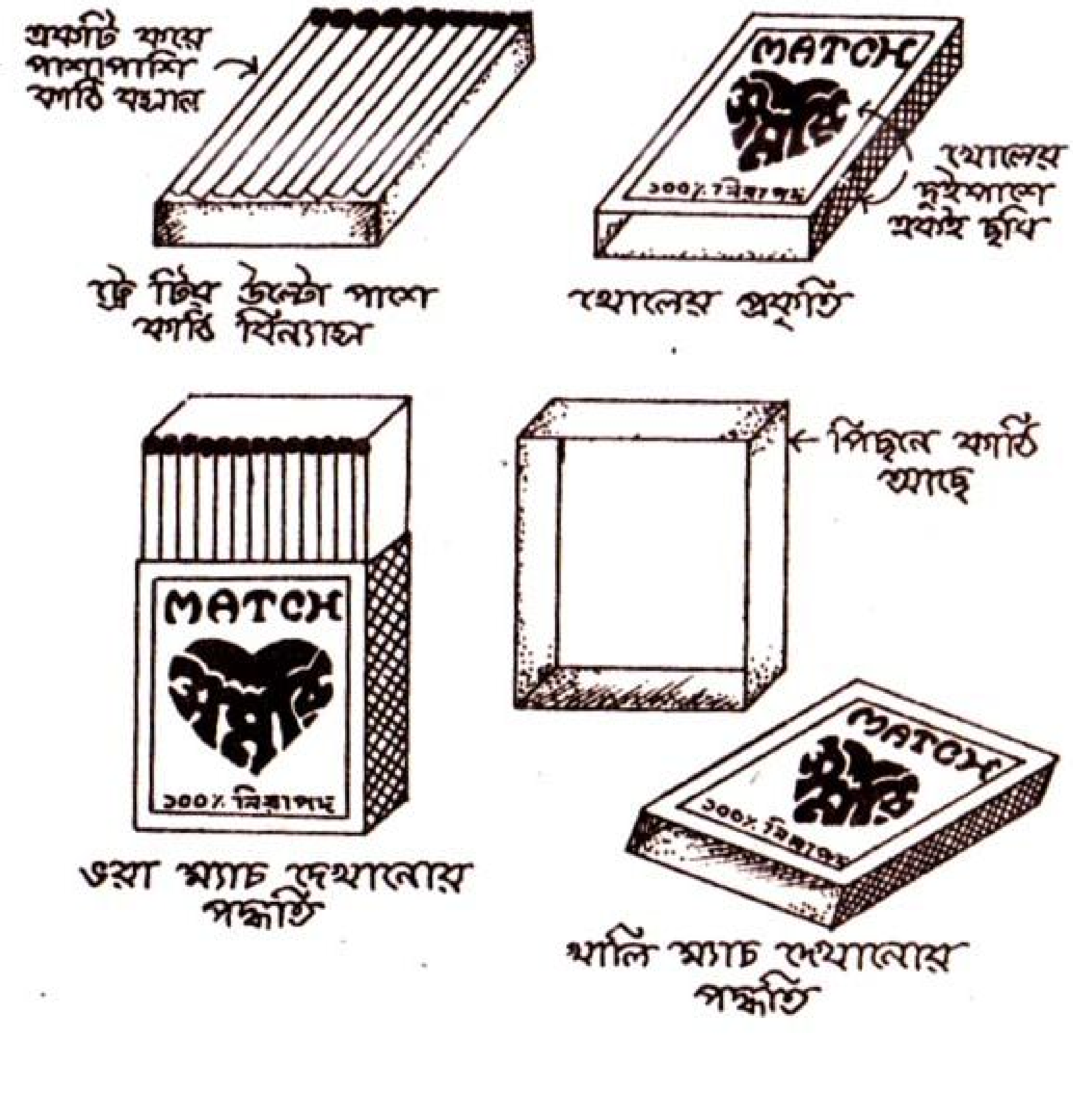

ধীরে সুন্দরভাবে (দরকার হলে কাঠি বা বারুদ ব্লেড দিয়ে কেটে সাইজ করে) ট্রেটির পেছনে আঠা দিয়ে একটি একটি করে কাঠি বসাতে হবে। শুকিয়ে এই ট্রেটি এবার ম্যাসের খোলের ভিতর অর্ধেক ঢুকালেই ম্যাজিক দেখানোর পূর্ব প্রস্তুতি শেষ। চিত্র দেখলেই ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হবে।

এই ম্যাজিকের সাথে ছোট বেলার একটি সম্পর্ক আছে আমার শৈশব জীবন দুটি ভাগে বিভক্ত। আমার জন্মের বহু আগে থেকেই আমার বাবা-মা বগুড়া শহরে থাকত। আমি শহরে থাকা, পড়ায় অভস্থ হয়ে ক্লাশ ফোরে উঠলে শহর থেকে একটু দূরে (অর্ধ গ্রাম) আমরা চলে যাই। স্থান বদলের এই পার্থক্য আজও আমি বহন করছি। আমার চিন্তা ধারা, খেলাধুলার সঙ্গে নতুন এলাকার মিল হতনা তাই স্কুলের বন্ধু ছাড়া গ্রামের একটি বন্ধুও আমার নেই। স্কুল বাদে অন্য সময় কখনই ঘুরে বেড়াই নি। একা একা বাড়িতে বসে ছবি এঁকেছি কবিতা লিখেছি, ম্যাজিকের কাজ করেছি ধাঁধা, কৌতুক সংগ্রহ, পত্রিকায় কার্টুন দেওয়া ইত্যাদি কত কাজ করতাম তার ঠিক নেই। একটা জিনিস বুঝেছি নিঃসঙ্গ থাকলে বেশ কিছু কাজ করা যায়।

তা যাইহোক, এই ম্যাজিকটি দেখিয়ে ছোট বেলায় পিংকি (প্রথম দর্শক) নামের আমার চেয়ে এক ক্লাশের ছোট একটা মেয়েকে দেখিয়ে অবাক করে দিয়েছিলাম। পিংকি আমাদের শহরের বাসার এক সাবলেট ডাক্তারের মেয়ে। এই ম্যাজিকটি ছোটরা সহজে বুঝে এবং বেশি অবাক হয়। ছোটদের দেখানোর ও শেখানোর এটি একটা ভাল ম্যাজিক। ছোটরা যেমন একটা ব্যতিক্রম কিছু দেখলে সবাইকে বলে বেড়ায়, পিংকিও তেমনি বাড়ীর সবাইকে আমার ঐ যাদুর কথা বলেছিল। একবার তোমরা ম্যাজিকটা ছোটদের দেখিয়েই দেখনা কেমন অবাক হয়।

প্রথমে যেভাবে বলা হয়েছে, সে ভাবে ম্যাচটা বানিয়ে নিবে। অর্ধেক খোলা অবস্থায় দেখাবে সেটি ভরা। তারপর মানুষ কিভাবে অদৃশ্য হয়, তাজমহলের মত জিনিস কিভাবে অদৃশ্য হয় তা সম্বন্ধে একটু বক্তব্য দিয়ে অন্য হাতটি ম্যাচের উপর দিয়ে, অলক্ষ্যে ম্যাচটি উল্টিয়ে নিবে। তাহলে ফাঁকা! এমত অবস্থায় ট্রে-টি একবারে বের করা যেতে পারে।

ভালোবাসার ম্যাজিক

আমার হাইস্কুল ছিল গ্রামের।

অর্থাৎ শহরের একটু বাহিরে অর্ধ গ্রাম অর্ধ শহরের ছেলে-মেয়ে উভয়ের হাইস্কুল যেমন হয় আর কি? এখানে শহরের মত এত কৃতিমতা থাকে না। বিভিন্ন ধরনের স্যার থাকে, স্যারেরা সব ছাত্রের বাবার নাম-বাড়ি সব জানে। ক্লাশের ভিতর আনন্দ হয় প্রচুর। আমি ক্লাশের মধ্য হাসি তৈরির মেশিন ছিলাম, অন্যান্য নরম স্যারদের বেলায় তো কথাই নেই এমন কি দিলদার স্যারের মত বাস্তব ধর্মী নিয়ম নিষ্ঠ স্যারের সাথেও আমি সব-সময় রসিকতা করতাম। পড়াশোনা ভাল পারতাম, স্যারদেরও মাঝে-মধ্যে হাসাহাসি ভাল লাগে তাই কেউ কিছু বলত না। শুধু দিলদার স্যার আমার হাসাহাসি সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যেদিন পড়াশোনা ভাল করে পড়ে আসবে না, সেদিন হাসবে না। তা যাই হোক একদিন ২য় ক্লাশে হঠাৎ দিলদার স্যার ১০ম শ্রেণীর অংক নিতে আসলেন। তিনি এসে বললেন, আজ কি যেন একটা মিটিং আছে তাই অংক স্যার আসতে. পারবেনা তাছাড়া আর দুই-এক ক্লাশ হয়ে স্কুল ছুটি হবে।

এইসব দিন-ই তো আমার পরম কাঙ্খিত। মনে মনে আমি ভাবলাম সাথে করে যে ম্যাজিকটা আমি এনেছি সবাইকে দেখানোর জন্য তা জমবে ভাল। আজ যে ম্যাজিক সঙ্গে করে এনেছি তার জন্য আগে ভালবাসার কথাবার্ত্তার প্রয়োজন আছে। আমি দিলদার স্যারকে বললাম তাহলে আজ তর্ক অনুষ্ঠান হোক। ভালবাসা বড় না অর্থ বড়? সবাই আমার কথাটি সমর্থন করল। স্যার নিজে হলেন মেয়েদের দলের।

তর্ক বেশ জমে উঠল। তর্কে, বক্তৃতায় আমি মোটামুটি পারদর্শী। ক্লাশ সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত প্রতিবছরই জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-তে উপস্থিত বক্তৃতায় আমি

থানার ভিতর প্রথম হয়েছি। মেয়েরা যদি বলে "অভাব যখন দরজা দিয়ে ঢুকে ভালবাসা তখন জানালা দিয়ে পালায়।" আমরা তখন আমরা বলি "ভালবাসা আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর"। এভাবে যখন তর্ক শীর্ষ বিন্দুতে উঠল তখন আমি ভাবলাম এটাই ম্যাজিক দেখানোর সময়। আমি সবাইকে বললাম।

"শান্ত হও, আমি তোমাদের এখন বড় একটা প্রমাণ দিব যে ভালবাসাই বড়। তোমরা শান্ত হয়ে এই প্রমাণ দেখ। যদি আমি সবার মনমত প্রমাণ দেই তাহলে আশাকরি আমার বক্তব্য তোমরা মেনে নিবে।" আমি একটা ফ্রেমে আটকানো কাগজ নিয়ে বোর্ডের কাছে গিয়ে সবার সামনে দাড়ালাম। বললাম,

"পৃথিবীর সবাই ভালবাসার কাঙ্গাল। প্রাণী তো বটেই এমন কি নির্জীব আগুন কাগজ এরাও ভালবাসা প্রত্যাশী। সাধারণভাবে আমরা দেখতে পাই না। আমি যেমন ভাবি, আমাকে যদি কেউ ভালোবাসত, ভালোবাসার কথা বলত! কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে বোঝা যায় না তেমনি ভয়ঙ্কর আগুন-ও হয়ত আমার মত একটু ভালোবাসার প্রত্যাশাতে বসে আছে, কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে বোঝা যায় না। তবে অনুকূল পরিবেশে আগুনকে মুক্তভাবে চলতে দিলে সে ভালোবাসার কথা বলতে পারে।

আমি আমার হাতের সাদা কাগজ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাইকে দেখালাম। এটি সাধারণ একটা কাগজ। তারপর পকেট থেকে একটা ম্যাচ বের করে একটা ধুপকাঠি জ্বালালাম। কাগজের একস্থানে ধুপকাঠি ধরলাম। আগুন একটা বিশেষ পথে পুড়ে চলেছে। পোড়া শেষ হলে সবাই আশ্চর্য! অবাক বিস্ময়ে কারো কথা বের হল না। কারণ আগুন পোড়া শেষে কাগজটি যেমন রূপ দাঁড়ালো তা চিত্রে দেখানো হল।

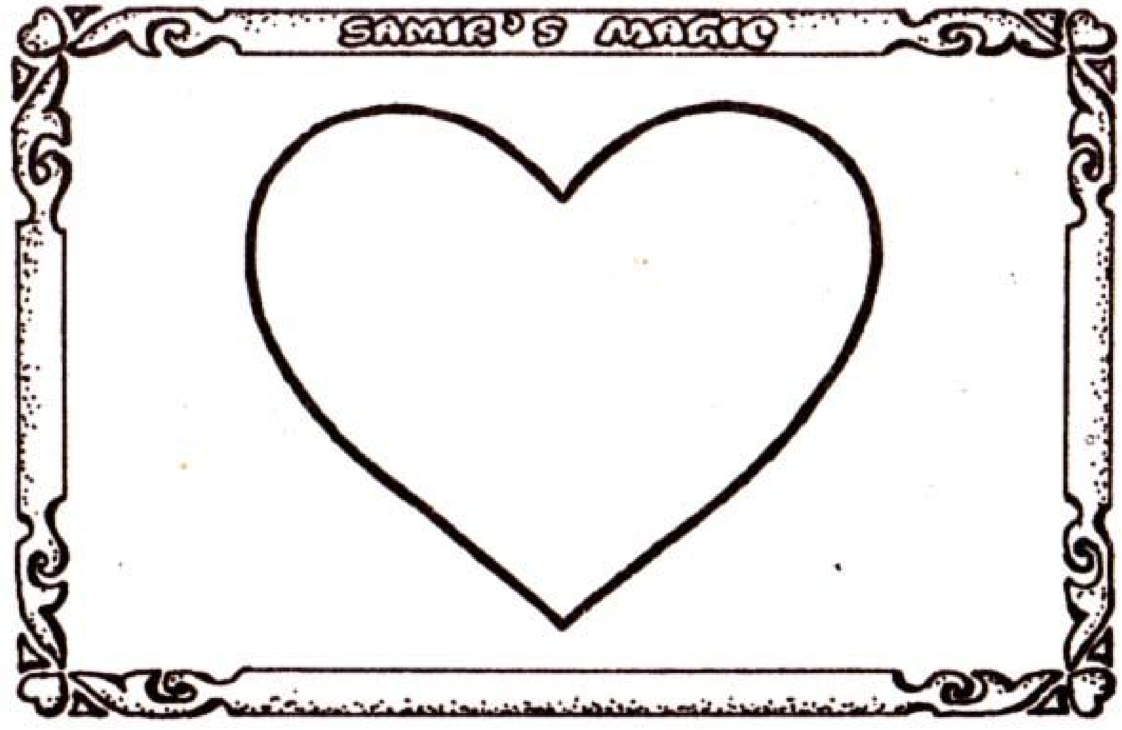

তোমরাই বল এই জ্বলজ্যান্ত উদাহরণের পর আর কোন যুক্তি চলে?

এখন এসো জানা যাক কিভাবে ম্যাজিকটা ঘটল। এটা একটা ক্যামিক্যাল ম্যাজিক। প্রথমে ২৫ সি. সি. পানির ভিতর ১০ গ্রাম পটাশিয়াম নাইট্রেট ভালভাবে গুলে নিবে। পটাশিয়াম নাইট্রেটের এই দ্রবণের মধ্য পরিষ্কার তুলি ডুবিয়ে লাভ চিহ্ন টি সুন্দর করে একে নাও। লাভ চিহ্নটির উপর আরো কয়েকবার তুলি বুলিয়ে নাও। এতে আগুনটা ভাল ধরবে। শুকিয়ে গেলে লেখা মোটেই বোঝা যাবে না। কাগজটিকে ফ্রেমে সমান ভাবে আটকে দাও। কোথায় আগুন দিবে সেখানে একটি হালকা চিহ্ন করে রাখ। পূর্ব প্রস্তুতি এটুকুই।

তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ আসলে ঐ দ্রবণ দিয়ে যা লিখবে তাই ফুটে উঠবে? হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ, ইচ্ছা মত যে চিহ্ন বা লেখা লিখতে পার কিন্তু শর্ত একটাই তা হল লেখাটা যেন একটানে হয়। কাগজে যা আঁকবে বা লিখবে সে সম্বন্ধে একটা গল্প বলে নিবে বা তেমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে নিবে, তাহলেই ম্যাজিকটা জমবে ভাল। এই ম্যাজিকটা দেখে সবাই কতটুকু অবাক হয় একটু পরখ করেই দেখ।

রং বদলের খেলা

এবার রসায়নের আর একটি মজার খেলার কথা বলতে যাচ্ছি। এটি বড়ই দৃষ্টি নন্দন খেলা। এই ম্যাজিকে দর্শকেরা দেখেন একটা বোতলে কিছু সাধারণ জল আছে, কিন্তু একটা মাত্র ঝাঁকি দিলেই জলের রং প্রথমে ঘন নীল তারপর গোলাপী তারপর আবার আগের মত জল হয়ে যায়। আবার ঝাঁকুনি দিলে একই অবস্থা সৃষ্টি হয়।

এই ম্যাজিকটা দেখাতে গেলে তেমন কোন ঝামেলায় পড়তে হয় না। প্রথমে বোতলের মধ্যে ২৫০ সি. সি. জল নাও। এই জলের মধ্যে ৫ গ্রাম পটাসিয়াম হাইড্রোঅক্সাইড, ৩ গ্রাম গ্লুকোজ এবং খুব ছোট এক টুকরো মেথিলিন ব্লু দিয়ে ভালভাবে গুলে নাও। এবার বোতলের মুখটা রাবারের ছিপি দিয়ে এঁটে দাও। ব্যাস্ কাজ শেষ। এবার দেরি না করে একটা ঝাঁকি দিয়েই দেখ না কি কান্ড ঘটে। এই ম্যাজিকটা আমার এজন্য বেশি ভাল লাগে কারণ এটি একবার তৈরি করে নিলে অনেকবার দেখান যায়। তবে কয়েক দিন পর এরগুণ ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে।

ম্যাজিকটা দেখানোর আগে দর্শকদের বলে নিবে যে ঐ জলটা তোমার ওস্তাদের দেওয়া। ওস্তাদের ক্ষমতা ও স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ জলটা তুমি চেয়ে নিয়ে এসেছ। মন্ত্রপুত (Purified) জল হলেও তোমার ওস্তাদ রং বদলের এই মন্ত্রটি শেখাননি। তাই সরাসরি ওস্তাদের দেওয়া জলই তোমাকে দেখাতে হচ্ছে। জল সৃষ্টি করার ক্ষমতা তোমার নেই। তুমি যত দিন বাঁচবে ওস্তাদের স্মৃতি চিহ্ন "ঐ জল" তুমি যত্নে রাখবে........

ইত্যাদি..........ইত্যাদি..........ইত্যাদি।

বিলীয়মান রং

রসায়নের এই ম্যাজিকটি বেশ কৌতুকজনক। ফেনপথলিন জলে গুলে নিয়ে ওতে লিকার অ্যামোনিয়াম ফোর্ট বা চুনের জল যোগ কর, তা হলেই এই আশ্চর্য রং প্রস্তুত হয়ে যাবে। এই রং কোন লোকের কাপড়ে দিবামাত্র সেটা গোলাপী বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু ঐ বস্ত্র শুকিয়ে গেলেই আবার আগেকার মত সাদা হয়ে যায়।

আমি একদিন ঐ প্রস্তুত কৃত রং আমার ক্লাশের বন্ধু শাহাবউদ্দিনের সাদা শার্টে দিলাম। সাদা শার্ট গোলাপী হয়ে গেল। শাহাবউদ্দিন তো খুব রেগে গেল; আমি বললাম "দেখ এটা.........।"

শাহাবউদ্দিন আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল "রাখ তোমার দেখা-দেখি।" আমি বললাম, "এটা একটা ম্যাজিক।" শাহাবউদ্দিন বলল, "ইচ্ছা করে রং ঢেলে আবার ম্যাজিক।"

আমি অনেক কষ্টে বোঝালাম এটা বিলীয়মান রং (Vanishing colour). এটি মিশে যাবে। যাই হোক রং মিশে গেলে শাহাবউদ্দিন খুব আশ্চর্য্য হল। ম্যাজিকটা এখানেই শেষ হত, কিন্তু নতুন ম্যাজিক শুরু হল শাহাবউদ্দিনের একটি কথায়। সে বলল, "সমীর, ঐ রং আমাকে একটু দাও না, আমি ফজলুর রহমান স্যারের শার্টে একটু দিব।"

আমার মস্তিষ্ক তো আবার শয়তানের কারখানা (Devil's workshop). এক সেকেন্ডে দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। আমি বললাম, "আগামীকাল দিব।" পরদিন শাহাবউদ্দিনকে একটা শিশিতে যা দিলাম তা শুধু-ই লাল রং।

শাহাবউদ্দিন ভেবে নিল এটাই সেই আশ্চর্য্য রং। বলল, "স্যারের গায়ে দিলে খুব মজা হবে। স্যার ভাববে কি আর হবে কি...?"

আমি আমার সর্ব শক্তি দিয়ে ৩৬ মন হাসি চেপে রেখে শান্ত ভাবে বললাম, "স্যার যা ভাববে তাও তো হতে পারে...? " শাহাবউদ্দিন বলল, "কি?" আমি বললাম, "নাহ্ কিছু না।" আসলে শাহাবউদ্দিন স্যারের একটু প্রশংসা নেওয়ার জন্য আমার ঐ রং নিয়েছে। আমাকে শাহাবউদ্দিন বলল, "তুমি যেন বলো না, যে, তোমার থেকে ঐ রং নিয়েছি।" আমি বললাম, "মাথা খারাপ? বলব কেন? (মনে মনে বলি তুমি না বললেই হয়)।" স্কুল শুরু হল। একসময় সবচেয়ে রাগী এবং মারামারির রেকর্ডধারী স্যার "ফজলু স্যার" ক্লাশে এলেন। স্যার ক্লাশ নিতে থাকলেন। শাহাবউদ্দনি আমাকে বলল, "যাব?" আমি বললাম, "যাও তাড়াতাড়ি। Late করলে দেরি হয়।" আমার এই অর্ধ বাংলা অর্ধ ইংরেজির বাক্য শুনে শাহাবউদ্দিন আর দেরি করল না। স্যারকে গিয়ে বলল, আমি

আপনাকে একটা রং-এর ম্যাজিক দেখাব; এই বলেই আমার দেওয়া শুধুই লাল রং শাহাবউদ্দিন স্যারের গায়ে ঢেলে দিল। ক্লাশ সুদ্ধ সব ছাত্র-ছাত্রী এসব দেখছে। স্যার শাহাবউদ্দিনকে কষে দু-ঘা বেত বসিয়ে দিলেন। শাহাবউদ্দিন বলল "এখন মারছেন পরে প্রশংসা করবেন, হিঃ হিঃ হিঃ....."

শাহাবউদ্দিনের জন্য আমার বড়ই দুঃখ হল, বেচারা কত সখ করে আমার থেকে রাসায়নিক দ্রব্য চাইল আর আমি শুধু তাকে হাজার পাওয়ার রং দিলাম?"

কাহিনীর শেষ অংশ আর বলে কি লাভ? শাহাবউদ্দিনের সঙ্গে উত্তম-মধ্যমের যে খিচুরী স্যার আমাদের দিলেন, সে খিচুরির সাধ অতুলনীয়।

যে ফিতা গিট বেঁধে যায়

এই ম্যাজিকটা ছোট ম্যাজিক শো-তে বেশ উপযোগী। এই ম্যাজিকে দর্শকরা দেখেন যে, যাদুকর একটা কাগজের থলিতে বা ঠোঙ্গায় তিন রং-এর তিনটে সিল্কের ফিতে আলাদা আলাদা ভাবে ভরে দিলেন। থলির মুখটা মুড়ে যাদুকর কিছু মন্ত্র আওড়ালেন (!) এবং থলিটা মাঝ বরাবর ছিড়ে ফেলতেই তার ভিতর থেকে সেই তিনটে ফিতে গিট বাঁধা অবস্থায় বেরিয়ে পড়ল।

এবার এই ম্যাজিকের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা যাক। বড় কাগজের থলির ভেতরে মুখের কাছে আরোও একটা ছোট কাগজের থলি আঁঠা দিয়ে লাগনো থাকবে। প্রথমে তিনটে ফিতে আলাদা ভাবে কাগজের থলিতে দেবার সময় আসলে কিন্তু ঐ ছোট থলিতে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, আগে থেকেই একই রকমের আরোও তিনটা ফিতে এক সাথে গিট বেঁধে বড় থলিটার তলায় রাখা হয়। থলির মুখটা মুড়ে মন্ত্র-তন্ত্র (!) যা বলার বলে মাঝ বরাবর থলিটা ছিড়ে ফেললেই গিটবাঁধা ফিতেগুলো বেড়িয়ে পড়ে। ছোট থলির ভেতরকার ফিতেগুলো উপরের অংশেই থেকে যায় দর্শকদের চোখের আড়ালে। তারপর কাগজের থলিটার দুটো টুকরো দুমরে মুচরে ভেতরের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই হল।

দড়ি কেটে জোড়া দেওয়া

দড়ি কেটে জোড়া দেওয়ার এই ম্যাজিকটি এতই বিস্ময়কর লাগে তোমরা চিন্তাও করতে পারবে না। শুধু ঠিকমত দেখাতে পারলেই হল। এই ম্যাজিকেও কোন ঝামেলা নেই কিন্তু একটু অভ্যাস, বুদ্ধিমত্তা ও হাতের কৌশলের ব্যাপার আছে। আমি এই বই-এ যতগুলি ম্যাজিকের বর্ণনা দিয়েছি তার বেশির ভাগ-ই তেমন অভ্যাস করার প্রয়োজন পড়ে না এবং হস্ত কৌশলও করতে হয় না। সাধারণ ম্যাজিককে অনেকে "পাঁচ আঙুলের দুষ্টমি"-ও বলে থাকে। অর্থাৎ হাতের

কারসাজি-ই ম্যাজিকের মেরুদন্ড। এই বই-এ যেহেতু সব ধরনের ম্যাজিক-ই আছে তাই হস্ত কৌশলের ম্যাজিকও তোমাদের শিখতে হবে। হস্ত কৌশলের ম্যাজিক গুলোতেই যাদুকরের প্রকৃত দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, প্রদর্শন ভঙ্গি, মোট কথা সবকিছুই ধরা পড়ে। এই যেমন দড়ি কেটে জোড়া দেওয়া ম্যাজিকে হস্ত কৌশল-ই সব। মূল সুতা বা দড়ির সঙ্গে হাতের ভিতর করে অন্য দড়ি বহন করা, দড়ি কাটার সময় ঐ অন্য দড়ি কাটা এবং কাজ শেষে ঐ দড়ি অপসারণ করা এই কঠিন কাজগুলো পাঁচটি আঙ্গুলেই করতে হয় কিন্তু দর্শকের চোখের আড়ালে এবং সন্দেহের আওতার বাহিরে। তাহলেই দড়ি কেটে ফেলার পর আবার অক্ষত থাকতে দেখে দর্শক অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু কিভাবে ম্যাজিকটি দেখাতে হবে? হ্যাঁ সব-ই খুলে বলছি।

এই ম্যাজিকে দর্শকেরা দেখেন যে যাদুকরের হাতে একটি দড়ি বা মোটা সুতা আছে। যাদুকর ঠিক মধ্যে দড়িটি কাটলেন। সবাইকে চারটি মাথা দেখালেন। এবার দুই মাথা একত্র করে একটু ঘষাঘুষি করে একেবারে জোড়া লাগিয়ে ফেললেন। যাদুকর ঘোষণা করলেন যে ব্যক্তি জোড়া বের করতে পারবে তাকে ১২ হাজার ১২ শ ১২ টাকা (টাকার এই পরিমাপটি অঙ্কে লিখতে সমস্যা হয়) দেওয়া হবে। দর্শকেরা শত চেষ্টা করেও জোড়ার অস্তিত্ব খুঁজে পায় না।- এই হল ম্যাজিকটির বাহ্যিক রূপ। এবার দেরি না করে ম্যাজিকের মূল কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

এই ম্যাজিকটি দেখাতে গেলে কলমের শীষের Refill মত মোটা সুতা হলেই ভাল হবে। সুতাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ ইঞ্চির মত হলেই সুবিধা। প্রথমে সুতাটির মধ্যে একটি একই সুতার ছোট্ট গোল সুতা ঢুকিয়ে নিতে হবে। (চিত্র দেখ)

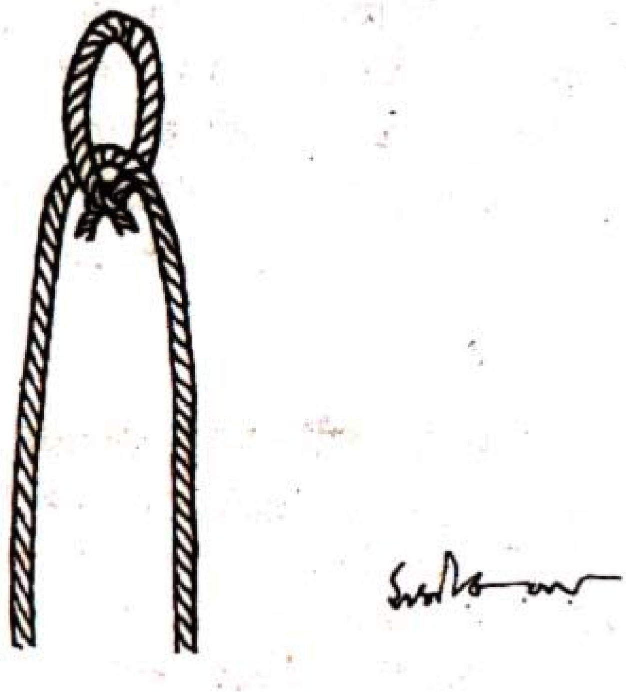

প্রায় দুই ইঞ্চি সুতার দুই প্রান্ত গিট্‌ বেঁধে এরকম গোল সুতা তৈরি করে নিতে হবে। গোল সুতাটির দৈর্ঘ্য প্রায় $\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চির মতন হলে-ই হবে। পূর্ব প্রস্তুতি এটুকুই। এখন তোমার পকেটে একটা অচেনা হেকা-বেকা ছোট ডাল রেখে দাও।

ম্যাজিক দেখানোর প্রথমে সুতাটিকে দর্শকদের দেখাতে হবে। কিন্তু তখনও গোল সুতাটি, ঐ লম্বা আসল সুতার ভিতর ঢুকান থাকবে। হয়ত ভাবছ কিভাবে সম্পূর্ণ সুতা দেখানোর সময় ঐ গোল সুতাটি লুকায়িত থাকবে? কোন সমস্যা নয়। তোমরা তো জানই সুতাটি দেখানোর সময় কোথাও না কোথাও ধরতে হবে। হ্যাঁ যখন আমরা সুতার প্রান্তের দিকে ধরে থাকব তখন-ই তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে গোপনে থাকবে, ঐ ছোট্ট গোল সুতাটি। কিভাবে দর্শকদের সুতাটি দেখাতে হবে তা চিত্রে দেখান হল।

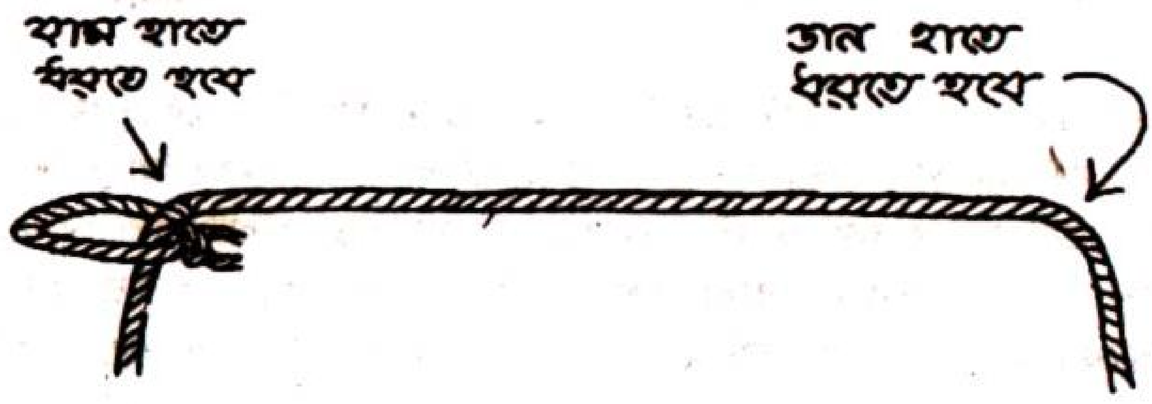

চিত্রের মত করে দুই হাত দিয়ে দুই প্রান্ত ধরে সুতাটিকে দেখাতে হবে। সবাই দেখবে সুতাটি সাধারণ। এবার সুতাটি মাঝ বরাবর ভাজ কর এবং গোল সুতাটি সুকৌশলে আঙ্গুলের আড়ালে ভাজের মাথায় নিয়ে যাও। এবং আসল সুতা এবং ছোট্ট গোল সুতার সংযোগ স্থলে দুই আঙ্গুল দিয়ে ধরে রাখ। এভাবে থাকলে একটি সাধারণ সুতা বলেই মনে হবে। (চিত্র দেখ)

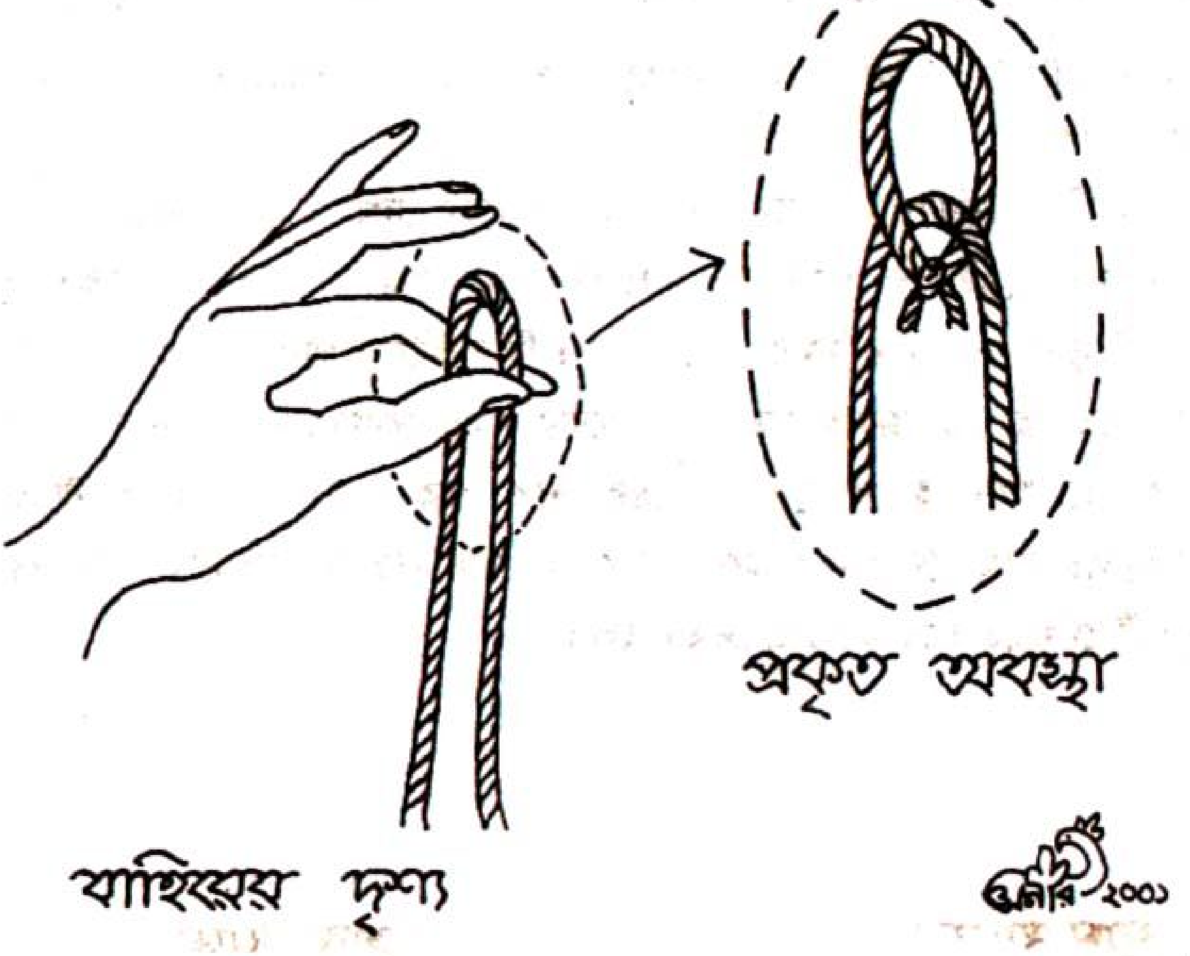

চিত্রের মত করে সুতাটি ধরে তীর চিহ্নিত স্থানে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতে হবে। দর্শকেরা ভাববে আসল দড়িটাই বুঝি কাটা হল। এই সময়ও আঙ্গুল দিয়ে দুই দড়ির সংযোগ স্থল ঢেকেই থাকবে। দর্শকেরা দড়ির চারটি মাথা দেখতে পাবেন। এবার দর্শকদের বলো যেখানে তুমি কেটেছ সেখানে আবার জোড়া লাগাবে। এই বলে তুমি দুটি হাতই ঐ কাটা স্থানে নিয়ে যাও এবং একটু ঘষাঘুষি কর।

এবার সুতার ছোট্ট টুকরোটি অপসরণ করবার পালা। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে। যখন তুমি দুই হাত দিয়েই কাটা অংশ ঘষছ তখন তুমি বলবে একটা গাছের ডাল লাগবে। জোড়া লাগাতে। এই বলে বাম হাতটি সুতার মধ্যে রেখে ডান হাতের তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্য ঐ ছোট্ট সুতার টুকরোটি নিয়ে ডান হাত পকেটে নিয়ে যেতে হবে। শার্টের পকেটের ভিতর সুতার টুকরোটি ফেলে দিয়ে গাছের ডালটি বের করে আনতে হবে।

তোমার আসল কাজ শেষ। ইতিমধ্যে সুতাটি জোড়া লেগে গেলেও দর্শক দেখতে পাচ্ছে না কারণ তুমি সুতার মধ্যস্থলে বাম হাত দিয়ে ঘষছ। এবার

গাছের ডালটি একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, মুখে আস্তে আস্তে মন্ত্র পড়ার ভান করে নাটকীয় ভঙ্গিতে হাতটি ছেড়ে দিলেই হল। সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখবে যে দড়ি একেবারে জোড়া লেগে গেছে। দর্শক দড়ি হাতে নিয়েও কোন কৌশল বুঝতে পারবে না তা বলাই বাহুল্য। এই ম্যাজিকটি আমার খুব প্রিয় ম্যাজিক। মাঝে মধ্যেই আমি ম্যাজিকটি দেখাই। আর একটি কথা কি এই ম্যাজিকটি এইভাবে প্রদর্শন করার কৌশল আমি-ই বের করেছি। গোল সুতাটি ঢুকান, কাটা, অপসরণ, করার বিভিন্ন পদ্ধতির পর এই পদ্ধতি-ই আমার বেশি সুন্দর মনে হয়েছে। তোমরাও এই পদ্ধতিটা ভাল করে আগে অভ্যাস করে নিবে। ম্যাজিক দেখানোর সময় কি ধরনের বক্তব্য দিলে আকর্ষণীয় হবে তা আগেই ভেবে নিবে। এটা তোমার আর্ট। যেহেতু এই ম্যাজিকে হাতের কৌশল করতে হয় তাই ঠিকমত দেখাতে না পারলে ম্যাজিকটাই নষ্ট হবে। এজন্য তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে।

ওজন দেখে তাস বলা

যাদুকর মাত্রই তাসের খেলা দেখান। তাসের খেলা দুই রকমের। যথাঃ ১. সাধারণ তাসের ম্যাজিক (হস্ত কৌশলের প্রয়োজন পড়ে) এবং ২. বিশেষ ভাবে তৈরি তাসের ম্যাজিক।

ওজন দেখে তাসের সংখ্যা বলার এই ম্যাজিকটি সাধারণ তাসের ম্যাজিক অর্থাৎ শুধু মাত্র এক সেট তাস হলেই ম্যাজিক দেখান শুরু করা যায়।

প্রথমে কোন দর্শককে অনুরোধ কর এক প্যাকেট তাস হতে ১০এর বেশি যতগুলো ইচ্ছা তাস নিতে। তারপর তোমাকে না জানিয়ে তাসগুলো গুনতে বল। যে সংখ্যক তাস হল তার একক ও দশক মনে মনে যোগ করতে বল। যোগফলের সমান সংখ্যক তাস, দর্শকের নেয়া তাস হতে বাদ দিতে বল। এবার তুমি দর্শকের অবশিষ্ট তাস হাতে নিয়েই বলে দিতে পারবে তাতে কতগুলো তাস আছে।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক তোমাকে না দেখিয়ে দর্শকটি ২১টি তাস তুলে নিল। এবার সংখ্যাটির একক ও দর্শক যোগ করলে (২+১) = ৩ হয়। তোমার কথামত দর্শকটি ৩টি তাস তার নেয়া ২১টি তাস হতে বাদ দিল। তাহলে তাঁর হাতে থাকল ২১-৩=১৮টি তাস। তুমি অবশিষ্ট তাসের গোছা হাতে নিয়ে অনাসায়ে বলে দিত পার ১৮টি তাস আছে। দর্শক খুব অবাক হবে। শুধু মাত্র তাসের গোছার ওজন দেখে তাসের সংখ্যা নির্ভুল ভাবে বলে দেওয়া ম্যাজিক নয়ত কি?

এই ম্যাজিকটির কৌশল খুব সোজা। ম্যাজিক দেখানোর আগে তোমাকে শুধু দেখে নিতে হবে ৯টি তাস কতখানি মোটা, ১৮টি তাস কতখানি মোটা তেমনি ২৭, ৩৬ ও ৪৫টি তাস কেমন মোটা। এটুকুই তোমাকে একটু অভ্যাস করতে হবে। তাহলেই এই ম্যাজিক দেখান যাবে। কারণ ইচ্ছামত যত তাসই দর্শক গ্রহণ করুক, তার একক ও দশকের যোগফলের সংখ্যক তাস রেখে দিলে তাতে "৯, ১৮, ২৭, ৩৬, ৪৫" (৯ এর ঘরের নামতা?)-এর যে কোন একটির সংখ্যক তাস অবশ্যই থাকবে। আরো দু'একটি উদাহরণ দেয়া যাকঃ

১১ – ২ (১ + ১) = ৯

১৪ – ৫ (১ + ৪) = ৯

২০ – ২ (২ + ০) = ১৮

৩১ – ৪ (৩ + ১) = ২৭

৪২ – ৬ (৪ + ২) = ৩৬

৫২ – ৭ (৫ + ২) = ৪৫

সাহেব এল কেমন করে?

এবার এক প্যাকেট সাধারণ তাসের খুব সুন্দর এবং আশ্চর্যজনক ম্যাজিক শেখাব। সাধারণ তাসের মধ্য যতগুলো ম্যাজিক হয় তার মধ্য এটি-ই আমার বেশি ভাল লাগে।

প্রথমে এক প্যাকেট তাস হাতে নিয়ে চারটি সাহেব (K) সবগুলো তাসের তলায় রাখ। এবার তাসের বান্ডিলের মধ্য থেকে তাস নিয়ে নিয়ে সবাইকে দেখিয়ে তাসগুলো ফেটিয়ে নাও। তাহলে নিচের চারটি তাস ঠিকই থাকে। এভাবে নিজের তাস ঠিক রেখে তাস ফেটানো বা মিশানোকে "ফল্‌স শাফ্‌ল" বলা হয় বিশ্বের ম্যাজিকের ভাষায়। এবার সবগুলো তাস টেবিলের উপর রাখ। এখন কোন দর্শককে অনুরোধ কর ঐ তাস গুলোকে মোটামুটি সমান চার ভাগে ভাগ করতে। তোমার ম্যাজিকটা হবে ঐ দর্শকের হাতে ভাগ করে দেয়া প্রতিটি স্তূপের উপর একটি করে চারটি সাহেব নিয়ে যাওয়া। এটি কোন ব্যাপার নয়, দর্শকের মাথায় গোলপাক বাধিয়ে তার হাত দিয়েই চারটি সাহেব ঐ স্তূপ চারটির উপর যাবে। কেবল তোমার মনে রাখতে হবে কোন স্তূপের নিচে চারটি সাহেব আছে।

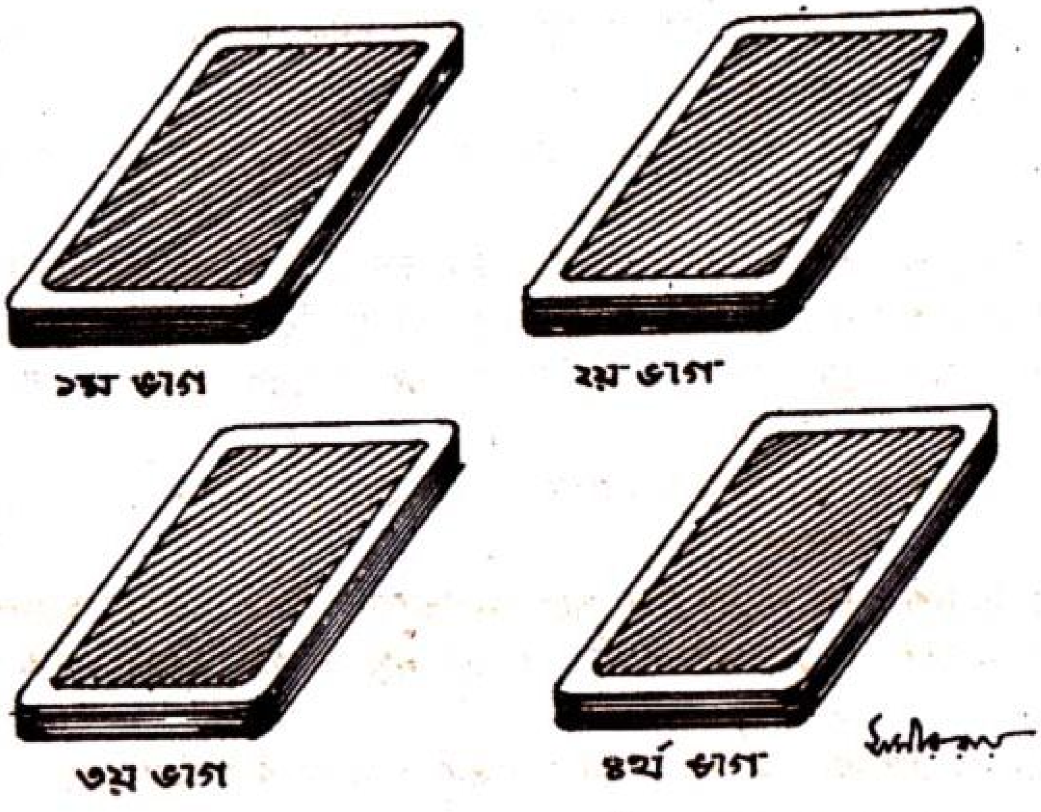

এক প্যাকেট তাসের চার ভাগ

এবার তুমি দর্শকদের তিন ধরনের আদেশ দিয়ে কাজ করে যেতে বলবে। যথাঃ

ক. এই স্তূপের নিচ থেকে এই স্তূপের উপর একটা তাস রাখ।

খ. এই স্তূপের উপর থেকে এই স্তূপের উপর একটি তাস রাখ রাখ।

গ. এই স্তূপের উপর থেকে এই স্তূপের নিচে একটা তাস রাখ।

দর্শকদের স্তূপের উপর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে এই আদেশগুলো দিতে হবে। কিন্তু আদেশগুলো বুঝে বুঝে দিতে হবে। প্রথমে একটা কার্যকরী আদেশ দিয়ে, দুইটি নকল আদেশ দিতে হবে। কার্যকরী আদেশ বলতে বোঝায় যে আদেশে একটি সাহেব, যে কোন একটি স্তূপের উপর যাবে। অর্থাৎ যে স্তূপের নিচে সাহেব আছে সে স্তূপের নিচ থেকে একটি তাস অন্য একটি স্তূপের উপর রাখতে বল। খেয়াল রাখ কোন স্তূপের উপর সাহেব গেল। এরপর দুটি নকল আদেশ দাও, আবার একটি কার্যকরী আদেশ দাও, আবার দুটি নকল আদেশ (যে আদেশে সাহেব কোন স্তূপের উপর যায় না) দাও। এভাবে খেয়াল করে করে সবগুলো স্তূপের উপরে চরটি সাহেব নিয়ে যাও। ব্যাস সবাইকে ঘোষণা করে দাও সবগুলো স্তূপের উপর সাহেব (K) আছে। স্তূপের উপরের তাসটি উল্টে

দেখলে দেখা যাবে সবগুলোর উপর-ই সাহেব। দর্শকের হাত দিয়ে কাজগুলো করিয়ে নিয়েছ বলে দর্শক এত অবাক হবে তুমি ভাবতেই পারবে না। তোমাদের সুবিধার জন্য চিত্রানুযায়ী একটি সম্পূর্ণ খেলার বর্ণনা দিলাম। এ ক্ষেত্রে ১ম ভাগের নিচে চারটি সাহেব আছে।

১ম আদেশ ঃ ১ম ভাগের নিচ থেকে ২য় ভাগের উপরে ১টি তাস রাখ। (কার্যকরী আদেশ)

২য় আদেশ ঃ ৩য় ভাগের উপর থেকে ৪র্থ ভাগের নিচে (নকল আদেশ)

৩য় আদেশ ঃ ৪র্থ ভাগের উপর থেকে ১ম ভাগের উপর। (নকল আদেশ)

৪র্থ আদেশ ঃ ১ম ভাগের নিচ থেকে ৩য় ভাগের উপরে। (কার্যকরী আদেশ)

৫ম আদেশ ঃ ২য় ভাগের নিচ থেকে একটি তাস ১ম ভাগের উপরে। (নকল আদেশ)

৬ষ্ঠ আদেশ ঃ ৩য় ভাগের নিচ থেকে ৪র্থ ভাগের উপরে। (নকল আদেশ)

৭ম আদেশ ঃ ১ম ভাগের নিচ থেকে ৪র্থ ভাগের উপরে। (কার্যকরী আদেশ)

এখন খেয়াল কর ১ম ভাগ বাদে সব ভাগের উপর-ই সাহেব আছে। এখন নিম্নভাগে দুটি আদেশ দিলেই হবে।

৮ম আদেশ ঃ ৩য় ভাগের উপর থেকে ১ম ভাগের উপরে (কার্যকরী আদেশ)

৯ম আদেশ ঃ ১ম ভাগের নিচ থেকে ৩য় ভাগের উপরে (কার্যকরী আদেশ)

এক প্যাকেট তাস নিয়ে উপরের বর্ণনা অনুযায়ী 'করে করে' বুঝে নাও। উপরের বর্ণনায় খেয়াল করে দেখ যখন নকল আদেশ দিয়েছ তখন কার্যকরী আদেশের ফলে উপরের সাহেব নষ্ট হয়নি। সাহেবগুলো কোথায় গেল এটি সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে।

ম্যাজিকটা কয়েকবার অভ্যাস করলেই বুঝবে কত সোজা আর দেখালেই বুঝবে কত সুন্দর। একটু লক্ষ্য রেখে ইচ্ছামত আদেশ দিবে এটুকুই কাজ। আর একটা কথা আবার বলে দেই, তা হল ফ়লস্ শাফ়্ল খুব সুন্দর করে দিতে হবে। প্রথম থেকেই চারটি সাহেব, সবগুলো তাসের নিচে থাকবে। এখন দর্শকের সামনে (দর্শককে দেখিয়ে) তাসের বান্ডিলের মধ্য থেকে তাস নিয়ে, উপরে রেখে রেখে ফেটিয়ে নিতে হবে। আমি নিজে অবশ্য উক্তভাবে ফেটানোর সঙ্গে সঙ্গে শাফ়্ল (চলতি ভাষায় সাবল) দেই। এতে দর্শক দেখেন একটি তাস আর একটি তাসের ভিতর ঢুকে যায়। তাস দুই ভাগে ভাগ করে দুই হতে নিয়ে ফর ফর করে শাফ়্ল দিলেও নিচের চারটি সাহেব আমি ঠিকই রাখি। প্রথমে চারটি তাস পরপর ফেলে পরে "রাম শাফ়ল" দিলেও সাহেব চারটি ঠিকই থাকে। মনে রেখ ভাল করে শাফ়্ল দেওয়ার উপর আশ্চর্য নির্ভর করছে।

ওয়ান-টু-থ্রি এর ম্যাজিক

এবার তোমরা যে ম্যাজিকটা শিখতে যাচ্ছ তা তাসের হলেও লেখা পড়ার সঙ্গে বেশ সম্পর্ক আছে। ম্যাজিকটা দর্শকদের মনে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করে।

যাদুকর প্রথমে এক প্যাকেট তাস হতে ১৩টি ইস্কাপনের তাস বের করে নিলেন। এবার একটু সাজিয়ে নিলেন। এবার দেখালেন আসল খেলাটি। মুখে বললেন ও-এন-ই এবং প্রতিটি বর্ণের সঙ্গে একটি করে তাস উপর থেকে নিচে রাখলেন। এবার বললেন one (ওয়ান) এবং উপরের তাসটি টেবিলে রেখে দেখালেন সেটি "ইস্কাপনের টেক্কা"। ইস্কাপনের টেক্কাটি টেবিলেই থাকল। এবার যাদুকর উপর থেকে একটি তাস নিচে রেখে বললেন 'টি (T)` আর একটি তাস উপর থেকে নিচে রেখে বললেন "ডাব্লিউ (W)" এবং আর একটি তাস উপর থেকে তলায় রেখে বললেন "ও (O)"। এবার উপরের তাসটি টেবিলে সোজা করে রাখলেন এবং বললেন "টু (two)"। দেখা গেল তাসটি ইস্কাপনের দুই। এভাবে যাদুকর THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT, NINE, TEN, KING, JACK, QUEEN প্রতিটি বানান করে করে বের করলেন অর্থাৎ T-H-R-E-E প্রতিটি বর্ণ উচ্চারণের সাথে সাথে একটি করে তাস উপর থেকে নিচে রাখলেন। THREE বানান শেষ হয়ে গেলে উপরের তাসটি তলায় না রেখে টেবিলের উপর সোজা করে রাখলেন এবং দেখা গেল সেটা ইস্কাপনের তিন। এভাবে যে তাস গুলো টেবিলে রাখা হচ্ছে সেগুলো টেবিলেই থাকছে। অবশিষ্ট তাসের উপর থেকে আবার একটি করে তাস নিচে রাখা হয় এবং একটি করে বর্ণ উচ্চারণ করা হয়। বানান সম্পূর্ণ হলে যাদুকর উপরের তাসটি টেবিলে সোজা কওে দেখানো সেটি ঐ তাস যার ফোটার সংখ্যা এতক্ষণ ইংরেজিতে বানান করা হচ্ছিল। এভাবে যাদুকর ইস্কাপনের ১৩টি তাস-ই বের করে দেখান।

কি, ম্যাজিকটি মজার না? এসো এখন ঢোকা যাক ম্যাজিকটির রহস্যের ভিতর।

ম্যাজিকটি কিন্তু ঝামেলার নয়। যত রহস্য তাস সাজানোর মধ্য। প্রথমে এক প্যাকেট তাস হতে ১৩টি ইস্কাপনের (বা অন্য যে কোন) তাস বের করে নাও। এবার ১৩টি একই রঙের তাস এক বিশেষ বিন্যাসে সাজাতে হবে। উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বিন্যাসটি হলঃ **3, 8, 7, A, Q, 6, 4, 2, J, K, 10, 9, 5.** অর্থাৎ ১৩টি তাস উপুর করে ধরলে উপরে থাকবে 3 এবং নিচে থাকবে 5. এই হল কাজের কাজ। তারপর সব সোজা। প্রথমে ONE বানান করে পড়

এবং প্রতিটি বর্ণ উচ্চারণের সময় একটি করে তাস উপর থেকে তলায় রাখ। তিনটি বর্ণ উচ্চারণের জন্য তিনটি তাস তলায় রেখে উপরের তাসটি টেবিলে রেখে সবাইকে দেখাও সেটি ONE। এভাবে ONE থেকে JACK পর্যন্ত বের করে দেখাও। শেষে একটি তাস হাতে থাকবে। বলা বাহুল্য সেটি হবে বিবি।

আশা করি ব্যাপারটা তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছ হঠাৎ করে কোথাও এই ম্যাজিকটি দেখাতে হলে সবচেয়ে দরকার বেশি হল ১৩টি তাসের ঐ সিরিয়ালটি মনে রাখা। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ। ঐ সিরিয়ালটি অবশ্যই মুখস্থ রাখতে হবে। কিন্তু আমি তোমাদের মুখস্থ রাখার ব্যাপারে গোপনে (গোপন আর থাকল কৈ?) সাহায্য করতে পারি। নিচের

সূত্রটি মনে রাখলেই ঐ সিরিয়ালটি বের করতে পারবে। সূত্রটি হলঃ

3 শত **87 সালে** এক **রাজা (A** = রাজা) ছিল। তার একটি বিবি **(Q)** ছিল। **64** বছর বয়সে তাদের **2** টি সন্তান হয়। একজনের নাম গোলাম **(J)** আর একজনের নাম সাহেব **(K)**। **10, 9, 5** সালে তিনি মারা যান।

খেয়াল করে দেখ সূত্রটি একটি গল্পের অংশের মত। তাই এটি মুখস্থ বা

মনে রাখা অধিকতর সোজা। এই সূত্রটি মনে মনে পড়বে এবং সূত্রের সংখ্যাগুলোর সাথে মিল করে করে তাস সাজাবে। যেমন "3 শত 87 সালে এক রাজা (A) ছিল।" এটি পড়ে প্রথমে 3; 8, 7 ফোটার ইস্কাপনের তাস টেবিলে ক্রমান্বয়ে রাখ। রাজার জন্য ইস্কাপনের টেক্কা (A) রাখ (তাস খেলায় টেক্কাই রাজা বা ক্ষমতাশালী)। এভাবে তাস সাজাবে। "গল্প-সূত্র" টি মনে রাখলে কখনই সিরিয়াল ভুল হবে না। আর শোন্ সহজে এই সূত্রটি কাউকে শিখাবে না। তাহলে সিরিয়াল সহজে মনে রাখার বুদ্ধি তারা রপ্ত করবে। হাঃ হাঃ হাঃ ....।

তাসের ফোটার সংখ্যা নির্ণয়

তাসের ফোটার সংখ্যা নির্ণয়ের ম্যাজিকটি খুব সুন্দর এবং ঝামেলা মুক্ত। কোন পূর্ব প্রস্তুতি বা অভ্যাসের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র একসেট তাস (৫২টি অর্থাৎ জোকার ছাড়া) হলেই এই ম্যাজিক দেখান যায়।

প্রথমে কোন দর্শককে ৫২টি তাস দিয়ে কয়েকটি স্তূপ গঠন করতে বল। কিন্তু স্তূপ গঠনের নিয়ম আছে। নিয়মটি হল প্রথমে টেবিলের উপর যে কোন একটা সংখ্যাওয়ালা (বিবি, গোলাম ও সাহেব বাদে) তাস রাখতে হবে। ঐ তাসটিতে কত ফোটা আছে গুনে দেখতে হবে। এরপর ঐ তাসের উপর আরো যে কোন কয়েকটি তাস রাখতে হবে যেন নিচের তাসের ফোটা ও উপরে যে কটা তাস রাখা হল এই দুই মিলে সবশুদ্ধ ১২ হয়। তাহলে একটা স্তূপ গঠন হল। উদাহরণ দিলে কথাটি আরো স্পষ্ট হবে। ধরা যাক, যে কোন রঙের (ইস্কাপন, চিরিতন, রুইতন বা হরতন) একটি ৭ ফোটার তাস টেবিলে উপুর করে রাখা হল, তাহলে ঐ ৭ ফোটার তাসের উপর আরো ৫টি যে কোন তাস রেখে একটি স্তূপ গঠন করতে হবে। তাহলে (৭ + ৫) ফোটা ও তাসের সংখ্যা মিলে ১২ হয়। এইভাবে অগ্রসর হয়ে ৫২ তাসের যতগুলি সম্ভব স্তূপ গঠন করতে হবে।

এই স্তূপ তৈরির প্রক্রিয়াটি দর্শকটি ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে, যতগুলি পারে স্তূপ গঠন করতে বল। ধরাযাক দর্শকটি আটটি স্তূপ গঠন করল এবং ১টি তাস অবশিষ্ট থাকল। তুমি এবার তোমার ম্যাজিক প্রকাশ করলে। সবাইকে অবাক করে বলে দিলে প্রত্যেকটা স্তূপের নিচের তাসের ফোটার মোট সংখ্যা ৫৩। সত্যিই দেখা গেল আটটি স্তূপের নিচের ফোটার মোট যোগফল ৫৩। আশ্চর্য্য! দর্শকটি আরো কয়েকবার ওভাবে স্তূপ গঠন করল, তুমি প্রত্যেকবারই সঠিক উত্তর বলে দিলে। কিন্তু কিভাবে? এই ফোটার সংখ্যা বলার সুন্দর একটা সূত্র আছে। সূত্রটি হলঃ

১৩ × (স্তূপের সংখ্যা-৪) + বাকি তাস।

উপরিউক্ত উদাহরণে আটটি স্তূপ হয়েছিল আর ১টি তাস অবশিষ্ট ছিল। তাহলে সূত্রমতে

১৩ × (৮ − ৪) + ১ = ৫৩

এভাবেই ফোটার সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব। আজই দু-একজনকে দেখাও ম্যাজিকটি। দেখ কেমন অবাক হবে! এই ম্যাজিকের সবচেয়ে বড় সুবিধা বারবার এই ম্যাজিকটি দেখান যায়।

চার সাহেব হল চার বিবি

আমি যখন ক্লাশ টেন-এ উঠলাম, তখন ভাবলাম স্কুলে এমন কোন স্মৃতি-রেখে যেতে হবে যেন আমার বিদায়-এর পর আমার নামটি স্কুল থেকে বিদায় হয়ে না যায়। সেজন্য আমি একটা বড় নজরুল ইসলামের ছবি (এক আর্ট পেপার মাপের) পেন্‌সিল স্কেচে আঁকলাম এবং বেধে নিলাম। এখন স্কুলে ছবিটি দিতে হবে। কিন্তু একটা অনুষ্ঠান করে ছবিটি স্কুলে দেওয়ার মনস্ত করলাম। আমি আবার আমার সব পরিকল্পনা ফজলু স্যারকে জানাই। ফজলু স্যার আমার পরিকল্পনার কথা শুনে খুব খুশি হলেন এবং হেড স্যারকে বলে ম্যাজিক শো'র দিন ধার্য্য করলেন (তারিখটি হল ২৪-৪-১৯৯৯)। প্রথমে ঝাড়বাতি জ্বেলে উদ্বোধন করলাম। তারপর হেডস্যারের হাতে আমার আঁকা নজরুল ইসলামের ছবি তুলে দিলাম। গোটা স্কুলের ছাত্র/ছাত্রী করতালি দিল। ছবিটি আমার স্মৃতিময় "মুরইল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে" আজও টাঙ্গানো আছে। যা হোক সেই ম্যাজিক শো তে সবার কাছে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য লেগেছে যে ম্যাজিক সেটি এবার আমি তোমাদের শিখাব। আগেই বলে রাখি ম্যাজিকটি খুব ভাল এবং এখনও অনেক পেশাদার যাদুকর এই ম্যাজিকটি দেখান। ম্যাজিকটার ব্যাহিক রূপ ঃ

প্রথমে যাদুকর এক প্যাকেট তাস হতে চারটি সাহেব বেছে নিয়ে দর্শকদের দেখালেন। তারপর বললেন আমার হাতে চারটি সাহেব রয়েছে। এদের মধ্যে কোন সমস্যা নেই। আপনারা জানেন এক গ্লাস পানিতে ১ ফোটা বিষ পড়লে যেমন সমস্ত পানি-ই বিষাক্ত হয়ে যায় তেমনি একদলের মানুষের মধ্যে অন্য দলের মানুষ আসলে সমস্ত দল-ই ভেঙ্গে যায়। একজন মাদকাসক্ত ছেলে যদি কোন ভালদলে যায় তাহলে ঐ ছেলে পুরো দলটিকেই মাদকাসক্ত করার চেষ্টা করবে। এমন ধরনের সমস্যা তাসের জগতেও হয়। আপনারা জানেন তাসের জগতে ৪টি তাস মিলে একটি দল গঠন করে। যেমন আমার হাতে ৪টি সাহেব মিলে একটি দল গঠন করেছে। ধরাযাক কোন কারণে একটি সাহেব অন্যত্র চলে গেল"। এই বলে যাদুকর একটি সাহেব টেবিলে রাখলেন। তারপর বললেন "যেহেতু চারটি তাস নিয়ে একটি দল গঠন করতে হবে তাই সাহেবদের দল গঠনে আর একটা তাস প্রয়োজন।" এই বলে যাদুকর প্যাকেট থেকে একটি বিবি বের করে চারটি সাহেবের সঙ্গে রাখলেন। যাদুকর বললেন, এই একটা অন্য দলের সদস্য এসে সাহেবদের কি অবস্থা করে দেখেন। যাদুকর তার চারটি তাস দেখালেন সব বিবি হয়ে গেছে, সাহেবের বংশ নেই। যাদুকর একটু হেসে বললেন একেই বলে "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।" ম্যাজিকটা কিভাবে হল সে সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাক। এই ম্যাজিক দেখাতে গেলে বিশেষ ভাবে প্রস্তুতকৃত তাস প্রয়োজন পড়ে।

প্রথমে এক প্যাকেট তাস হতে ৪টি সাহেব ও চারটি বিবি বের করে নাও। ইস্কাপনের বিবি ও সাহেব-এ কোন কাজ করতে হবে না। তাস দুটি সাধারণই থাকবে। এখন হরতন, চিরিতন ও রুইতনের সাহেব কর্ণ বরাবর কোনাকুনি কাট। (চিত্র দেখ) এখন হরতনের কাটা সাহেব, হরতনের বিবির সঙ্গে; চিরিতনের কাটা সাহেব, চিরিতনের বিবির সঙ্গে এবং রুইতনের কাটা সাহেব, রুইতনের বিবির সঙ্গে ঠিক চিত্রের মতন করে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দাও। শুকিয়ে গেলেই হল। ব্যাস ম্যাজিক দেখানোর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

ইস্কাপনের বিবি ও সাহেব সাধারন

এভাবে তিন টি কাটা সাহেব
তিনটি বিবির উপর বসাতে হবে

এখন কিভাবে দেখাবে তাই শোন। বিশেষভাবে প্রস্তুত তিনটি তাস ও ১টি সাধারণ সাহেব ও ১টি সাধারণ বিবি মোট ৫টি তাসই এই খেলার দরকারী তাস। তাস ৫টি এক প্যাকেট সাধারণ তাসের ভিতর মিশিয়ে রাখ। প্রথমে দর্শকের সামনেই উল্টো দিক দর্শকদের দেখিয়ে তিনটি বিশেষ তাস (অর্ধেক সাহেব অর্ধেক বিবি) ও একটি সাধারণ সাহেব বের করে আন। তাসের পিছন সাইড সাধারণ বলে দর্শকদের কোন সন্দেহ হবে না। তুমি সবাইকে বল প্যাকেট হতে চারটি সাহেব তুমি নিলে। এখন সাহেব চারটি দেখানোর পালা। প্রথমে তিনটি বিশেষ তাস একইভাবে গুছিয়ে নাও অর্থাৎ সাহেব গুলোর অর্ধাংশ যেন উপরের দিকে থাকে। এবার সাধারণ সাহেবটি ঐ তিনটি তাসের উপর রেখে পাখার মত মেলে ধর যেন ঐ বিশেষ তাসের অর্ধেক সাহেব এবং সামনের গোটা সাহেব মিলে মনে হয় চারটি সাহেব।

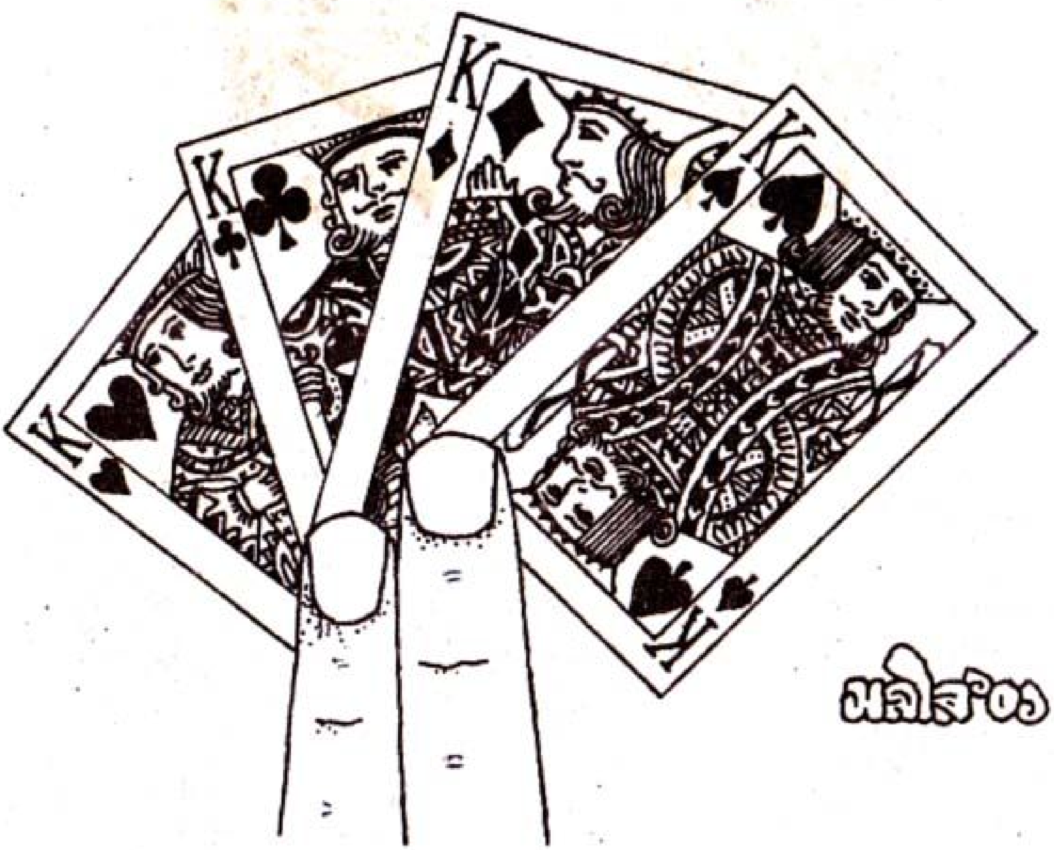

চারটি সাহেব দেখানোর পদ্ধতি

এতক্ষণ তুমি নিজের দিক করে তাসগুলো গোছাচ্ছিলে সুতরাং দর্শক দেখছিল তাসের উল্টো সাইড। এবার তুমি তাস চারটি চিত্রে যেমন দেখান হয়েছে সেভাবে ধরে দেখাও যে সেখানে শুধুমাত্র চারটি সাহেব আছে। এবার সাহেব কেন পরিবর্তন হবে সে ধরনের একটা গল্প বলে নাও (আমি যেমন ধরনের বলেছি)। এবার তাস উল্টো দিকে করে একটি সাহেব রেখে দিয়ে একটি বিবি নাও এবং বিবিটি উপরে রাখ। এবার পূর্বের মতই পাখার মত মেলে ধরে সবাইকে দেখাও যে সব তাস বিবি হয়ে গেছে।

এই ম্যাজিকটি বেশ উচ্চাঙ্গের এবং দেখতে খুব বিস্ময়কর লাগে। তবে তোমার প্রদর্শন ভঙ্গির উপর অর্থাৎ Shomanship এর উপর ম্যাজিকটির সৌন্দর্য অনেকটা নির্ভর করবে। যেহেতু এই ম্যাজিকটিতে হাতের কায়দার (Slight of hand) একটু দরকার আছে তাই বার বার অভ্যাস করে নিবে। যখন ভাববে আর কোন সমস্যা নেই তখন দেখাবে, আর ঠিকমত দেখালেই বুঝবে দর্শক কত অবাক হয়। আর অনুভব করবে ম্যাজিক দেখানোর প্রকৃত ভেজালহীন আনন্দ। ম্যাজিক দেখে দর্শক যখন ভাববে "কি করে হল-কি করে করল?" তখন তুমি রহস্য মানবের মত রহস্য হাসি দিবে। রহস্য জগতের এই রহস্যগুলো শিখতে চাইবে যে সকলেই এ কথা নিশ্চিত-এই তো লাইনে এসেছে। তুমি এখন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব মহলে "ক্ষুদে যাদুকর" বলে পরিচিতি পাবে। ছোটরা তোমার কথা বলে বেড়াবে। তুমি এক চমৎকার ব্যক্তি হয়ে গেছে।

শেষ কথা তোমার সাথে

ম্যাজিকের অনেকগুলো কৌশল তোমরা শিখে ফেলেছে। আশাকরি ম্যাজকগুলো বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হয়নি। এখানে যতগুলো ম্যাজিক আছে তার সবগুলো-ই দেখানোর মত। অর্থাৎ তোমার খরচ, খাটনি অভ্যাস মোট কথা তোমার আওতার মধ্যে। তুমি একটু কষ্ট করে প্রথমে ম্যাজিকের কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি কওে ও অংকের আদেশ দেওয়ার ক্রমগুলো মুখস্থ করে নিলে সবসময় ম্যাজিকগুলো দেখাতে পারবে। আমার তো মনে হয় এই বইটি যদি কোন গুণী ছাত্র/ছাত্রীর হাতে পড়ে তাহলে সে অবশ্যই বন্ধু মহল বা আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ক্ষুদে ম্যাজিশিয়ান বলে পরিচিতি লাভ করবে। আমি যে ম্যাজিকগুলো দেখাতে পছন্দ করি এবং যে ম্যাজিকগুলো দেখে সবাই অবাক হয় সেগুলোই এখানে আছে। সবগুলোই বহু পরিক্ষিত। তাই ভেবনা যেন এই ম্যাজিকটি তেমন নয় বা এটি দেখান যাবে না। ঠিকমত দেখাতে পারলে খুব ছোট ম্যাজিককেও দর্শক অবাক হবে। ছোট ম্যাজিকও তো ম্যাজিক; না কি?

ম্যাজিকের বইয়ের এমন একটা বৈশিষ্ট যে যতবার বইটি পড়বে ততবারই নতুন কিছু পাবে। তাই এই বইটি বার বার পড়বে তাহলে প্রকৃত ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হবে।

শুধু বই-এ তো আর ম্যাজিকের সবকিছু লেখা সম্ভব নয় তাই বই-এ যে উপদেশ, নিষেধ, প্রদর্শন ভঙ্গি দেওয়া হয়েছে তা খুবই অল্প। প্রকৃত প্রদর্শন ভঙ্গি, মজাদার বক্তব্য সব তোমার প্রতিভার উপর নির্ভর করবে।

ম্যাজিকগুলো সবাইকে যখন-তখন দেখাবে না। যখন দেখবে সবাই হাসি খুশি আছে, মজাদার আড্ডা বা গল্প হচ্ছে অর্থাৎ পরিবেশ বা মানসিকতা বিচার করে করে ম্যাজিক দেখাবে। আর যেহেতু তুমি তাদের-ই একজন তাই অবাক হওয়ার পাশা-পাশি মজা পেয়ে তারা বোকার মত হাসবে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হল এক ম্যাজিক এক দর্শককে শুধু মাত্র একবারই দেখাবে।

একটা জিনিস মনে রেখ যে ম্যাজিকও একটা আর্ট বা শিল্প। আর জানও তো একটা শিল্প আয়ত্ব করতে কত সময়, সাধনা, অধ্যাবসায় করতে হয়? তাই ম্যাজিক দেখাতে গেলেও একটু অভ্যাস বা খাটুনি করতে হবেই। বিনা পরিশ্রমে বা অনায়াসে কোন কিছুই পাওয়া যায় না। তাই যাদু শিল্পী হতে হলে কিছু ত্যাগ স্বীকার তো করতে হবেই।

'গুণে মানুষের মন জয় করা যায়।' তাই আমি বলব তোমরা গুণ অর্জনের চেষ্টায় থাকবে সর্বদা। আর 'ব্যতিক্রম' মানুষকে সব সময় আকর্ষণ করে। তাই ব্যতিক্রম জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করে সহজেই নিজেকে অন্য সকলের থেকে আলাদা করে রাখা যায়। আর ম্যাজিক যে ব্যাতিক্রম একটা জিনিস তা তোমরা সবাই জান। আর যখন তোমরা ম্যাজিকগুলো দেখাবে তখন দেখবে তুমি ছোটদের কাছে প্রিয় মানুষ, সম-বয়সীদের মধ্যে রহস্য ও মধ্যমণি এবং বড়দের কাছে প্রশংসার পাত্র হয়ে উঠেছ। আর এর সাথে সাথে এই বই এর ম্যাজিকগুলো দেখিয়ে যখন "ম্যাজিক দেখানোর অকৃতিম আনন্দ" পাবে, তখনই আমার শ্রম সার্থক হবে। সেই আনন্দের অংশীদার হয়ে আমিও মজা পাব।

শেষ

লেখক পরিচিতি

সমীর রায় ১৯৮৪ সালের ২রা আগস্ট বগুড়া শহরে জন্ম গ্রহণ করে। তার বাবার নাম বলরাম রায় এবং মায়ের নাম ঝর্ণা রায়। সমীর রায় তিন বোনের একমাত্র ছোট ভাই। সমীর রায়ের বাবা সরকারি চাকুরি হতে অবসর নিয়ে ১৯৯৩ সালে বগুড়া শহরের মালতী নগর হতে কাহালু থানার ভালতা গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। শহর থেকে এই নতুন পরিবেশে আসার ফলে সমীর রায় অনেকটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। এই সময় সে ম্যাজিক, ছবি আঁকাসহ বিভিন্ন ধরনের কাজ নিয়ে একা একা বাড়ীতে বসে চর্চা করেন। ২০০০-ইং সালে সে কাহালু থানার মুরইল আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় হতে ৭৩৮ নম্বর (যা তার ব্যাচের মধ্যে সর্বোচ্চ) পেয়ে এস. এস. সি পাস করে। উত্তর বঙ্গের দৈনিক করতোয়ায় "সবুজ আসর আনন্দ" নামে একটা বিভাগ সমীর রায় নিজেই সৃষ্টি করেছিল। ঐ বিভাগে শুধুমাত্র সেই কার্টুন দিত। তাছাড়াও সে বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা ও গল্প লিখে। সে বর্তমানে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অধ্যায়নরত।